POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى
وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

তিনিই নিজ রসুলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্মসহ পাঠাইয়াছেন যেন তিনি সকল ধর্মের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করেন, মোশরেকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন।

(তওবা: ৩৩)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 16

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 18 April, 2024 9 শওয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

রমযানের গুরুত্ব

১৮৯৮) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) –র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন:যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

১৮৯৯) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) –র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যখন রমযান মাস আসে, তখন উর্ধ্বলোকের দরজা খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের দরজা রুদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়।

১৯০১) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) –র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে কেউ লায়লাতুল কদরে ঈমান রেখে পুণ্যের উদ্দেশ্যে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায়, তার পূর্ববর্তী ও পশ্চাতবর্তী সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে কেউ ঈমানের সঙ্গে পুণ্যের উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা রাখবে, তার অগ্রবর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

আযানের কাছাকাছি সময় সেহরি খাওয়া।

১৯২০) হযরত সাহাল বিন সাআদ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি পরিবারের সঙ্গে যখন সেহরি খেতাম, তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর সঙ্গে সকালের নামায পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করতাম।

সেহরি ও ফজরের নামাযের মাঝে কতটা ব্যবধান থাকা উচিত?

১৯২১) হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.)–এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী (সা.) –এর সঙ্গে আমরা সেহেরি খেয়েছি। অতঃপর তিনি (সা.) নামাযের জন্য দাঁড়িয়েছেন। (কাতাদাহ বলতেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আযান ও সেহরির মাঝে কতটা সময়ের ব্যবধান থাকে? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন: পঞ্চাশ আয়াতের সমান।

(সহী বুখারী, কিতাবুস সওম)

এমনটি মনে করে বসো না যে এই সফলতা তোমাদের কোনও যোগ্যতা ও পরিশ্রমের পরিণাম, বরং মনে করো যে সেই দয়াবান খোদা তোমাদের পরিশ্রমকে ফলপ্রসু করেছেন, যিনি কারোর সত্যিকার পরিশ্রম বিনষ্ট করেন না।

আমার বিশ্বাস, মানুষ যদি পৃথিবীর যাবতীয় লাঞ্ছনা ও কঠোরতা থেকে রক্ষা পেতে চায় তবে একমাত্র পথ হল মুত্তাকী হয়ে যাওয়া।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)–এর নির্দেশনা

জাগতিক সফলতা ও আনন্দ চিরস্থায়ী নয়।

সফলতা যে প্রকারেরই হোক, তা পাওয়ার সময় মানুষ আনন্দিত হয়। কুরআন করীম থেকে তিন প্রকার আনন্দের কথা জানতে পারা যায়, যেগুলি হল, 'লাহাউ, লাআব' এবং 'তাফাখুর'। 'লাহাউ' বলতে এমন আনন্দ ও তৃপ্তিকে বোঝায় যা লাভ হয় খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে। 'লাআব' বলতে বিবাহ ও এই ধরণের আনন্দ এবং 'তাফাখুর' দ্বারা সম্পদ লাভের আনন্দকে বোঝানো হয়ে থাকে। এগুলি হল আনন্দের তিনটি প্রকারভেদ, যেগুলির বাইরে অন্য কোনও আনন্দ নেই। কিন্তু স্মরণ রেখো! সফলতা এবং এই আনন্দগুলি চিরস্থায়ী হয় না, বরং এগুলির প্রতি যদি আসক্ত হও তবে ভীষণ ক্ষতি হবে এবং ক্রমেই এমন সময় উপস্থিত হয় যখন এই আনন্দগুলি তিক্ততায় পর্যবসিত হতে থাকে।

জগতের সফলতা পরীক্ষা থেকে মুক্ত নয়। কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'খালাকাল মাওতা ওয়াল হায়াতা লিইয়াবলুয়াকুম' (মুলুক: ৩) অর্থাৎ মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা তোমাদেরকে পরীক্ষা করি। সফলতা ও বিফলতাও জীবন ও মৃত্যুর বিষয়। সফলতা হল এক প্রকার জীবন। কেউ যখন নিজের সফল হওয়ার সংবাদ পায়, তখন সে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে, তার মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। আর যদি বিফলতার সংবাদ আসে, তবে জীবিত ব্যক্তিই মৃত প্রায় হয়ে যায়, এমনকি অনেক সময় দুর্বল হৃদয়ের অনেকে মারাও যায়।

একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে সাধারণ জীবন এবং মৃত্যু এক সহজ সরল বিষয়। কিন্তু জাহান্নামী জীবন এবং মৃত্যু ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক। সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বিফলতার পর সফল হয়ে আরও সৌভাগ্যবান হয় এবং খোদা তা'লার প্রতি ঈমানে আরও সমৃদ্ধ হয়। সে খোদার বিস্ময় সম্পর্কে প্রণিধান করাকে উপভোগ করে। জাগতিক সফলতা খোদার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে তার আরও সহায়ক হয়। এমন ব্যক্তির জন্য জাগতিক সফলতা প্রকৃত সফলতা লাভের মাধ্যম হয়। (যেটিকে ইসলামের পরিভাষায় 'ফালাহ' বলা হয়।) আমি তোমাদেরকে সত্যি সত্যি বলছি, প্রকৃত সমৃদ্ধি, প্রকৃত সুখ ও আনন্দ জগত এবং জাগতিক বস্তুতে আদৌ নেই। বস্তুত জগতের সমস্ত প্রেক্ষিত দেখার পরও মানুষ প্রকৃত ও চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করতে পারে না। তোমরা নিশ্চয় দেখেছ যে ধনী ও বিত্তবানরা সব সময় হাস্যবদনে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তরের অবস্থা এমন হয়ে থাকে যেভাবে একজন এগযিমা ঘায়ের রুগী কষ্ট পায়, যা চুলকালে আনন্দ দেয় ঠিকই, কিন্তু ঘায়ের পরিণতি কি হয়? রক্তক্ষরণ আরম্ভ হয়। কাজেই জাগতিক ও ক্ষণস্থায়ী সফলতা নিয়ে এতটা উল্লসিত হয়ো না যে প্রকৃত সফলতা থেকে দূরে সরে যাও। বরং এই সফলতাগুলিকে এমন এক সম্পদ হিসেবে জ্ঞান কর যা তোমাদের খোদাকে চেনার ও জানার পথে সহায়ক হবে। নিজেদের প্রচেষ্টা ও সংকল্প নিয়ে গর্বিত হয়ো না। এবং এমনটি মনে করে বসো না যে এই সফলতা তোমাদের কোনও যোগ্যতা ও পরিশ্রমের পরিণাম, বরং মনে করো যে সেই দয়াবান খোদা তোমাদের পরিশ্রমকে ফলপ্রসু করেছেন, যিনি কারোর সত্যিকার পরিশ্রম বিনষ্ট করেন না। তোমরা কি দেখ না যে শত শত ছাত্র প্রায়শ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়। তাদের কি কেউ চেষ্টা করে না এবং তারা কি একেবারেই নির্বোধ ও অমনোযোগী? মোটেই না, বরং তাদের মধ্যে অনেক এমন মেধাবী ও বিচক্ষণ আছে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের থেকে বেশি বিচক্ষণ। কাজেই প্রত্যেক সফলতার সময় মোমেনের উচিত খোদা তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করা। কেননা তিনি পরিশ্রমকে বিফল হতে দেন না। এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরিণামে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং ঈমানে উন্নতি হবে। শুধু তাই নয়, বরং আরও সফলতা লাভ হবে। কেকনা খোদা তা'লা বলেন, যদি তোমরা আমার পুরস্কারের প্রতি কৃতজ্ঞতা কর, তবে আমি এই পুরস্কার আরও বৃদ্ধি করব। আর যদি তা অস্বীকার কর, তবে স্মরণ রেখো, কঠোর শাস্তিতে ধৃত হবে।

মোমেন ও কাফেরের সফলতার মধ্যে পার্থক্য

এই নীতিকে সব সময় দৃষ্টিপটে রেখো। মোমেনের কাজ হল সে যখন সে কোনও সফলতা প্রাপ্ত হয়,যা তাকে দেওয়া হয়,তখন সে লজ্জিত হয় এবং খোদার প্রশংসাকীর্তন করে। এজন্য যে তিনি তার উপর কৃপা করেছেন। আর সে এমনভাবে পা পাড়ায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

আমরা সৌভাগ্যবান হব যদি আমরা রমযানের এই পরিবেশ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারিকে আকর্ষণকারী হতে পারি।

আসল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া সৃষ্টি করা। এটি যদি না থাকে তাহলে রোযার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

রমযান মাসে তো পবিত্র কুরআন পঠন-পাঠন আর শোনা ও শোনানোর প্রতি অধিক মনোযোগ থাকা উচিত। যিকরে এলাহী তথা আল্লাহ্‌র স্মরণের প্রতি অধিক মনোযোগ থাকা উচিত। ইবাদত ইত্যাদির প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু যা হয় তা হলো, যারা বিভিন্ন প্রকার কাজ বা চাকরি করে তারা নিজেদের কাজ থেকে এসে ইফতারির দাওয়াত খাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমাদের রমযানে যথাযথভাবে রোযা রাখার চেষ্টা করা উচিত। (রমযানের) মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া, তা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।

শয়তানকে কোনো তুচ্ছ বিষয় মনে করা উচিত নয়। সে জোরালো চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিল যে, আল্লাহ্ তা'লার সংখ্যাগরিষ্ঠ বান্দারা আমার বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। অতএব আমাদেরকে রমযান মাসে তার এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে।

এর মাধ্যমে (অর্থাৎ রোযার মাধ্যমে) খোদা তা'লার অভিপ্রায় হলো, এক প্রকার আহার হ্রাস করো এবং অন্যটিকে বৃদ্ধি কর।.....রোযার অর্থই হলো, মানুষ যেন দেহের প্রতিপালনকারী আহারকে পরিহার করে অন্য আহার গ্রহণ করে যা আত্মার প্রশান্তি এবং পরিতৃপ্তির কারণ হয়। আর যারা কেবল খোদা তা'লার জন্যই রোযা রাখে আর নিছক প্রথাসর্বস্ব রোযা রাখে না; তাদের উচিত হলো , আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় রত থাকা, যদ্বারা তারা দ্বিতীয় আহারটি লাভ করে।

হৃদয় (যেন সর্বদা) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসাকীর্তনে লেগে থাকে। তসবীহ্‌তে রত থাকে। এজন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত এলহামী দোয়া 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবাহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ' খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দোয়া।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে তাকওয়ার পথে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রতিটি নেকী বা পুণ্য অর্জনের জন্য তাকওয়াকে শর্ত নির্ধারণ করেছেন।

অতএব তাকওয়া বা খোদাভীরুতাই আল্লাহ তা'লা পছন্দ করেন। (এই) তাকওয়াই প্রত্যেক পুণ্যের পানে নিয়ে যায়। তাকওয়াই পার্থি ব পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে। (এই)তাকওয়ার মাধ্যমেই মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়। অতএবতাকওয়া অর্জন করা একজন মু'মিনের প্রথম প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত। ভালোভাবে স্মরণ রেখো! তাকওয়া সকল ধর্মীয় জ্ঞানের চাবিকাঠি।

যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের হিদায়াতে প্রতিষ্ঠিত হবে সে তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চস্তরে পৌঁছাবে।

বিজ্ঞানীরা তো শুধু প্রবোধ লাভের মানসে গবেষণা করে আর তাদের প্রশান্তি হলে, এরপর লোকদেরকে বলে। কিন্তু এখানে একটি ধারণার ভিত্তিতে এরপর গবেষণা করে। এর দ্বারা প্রত্যেক মানুষ উপকৃত হতে পারে। এটি ইসলামের সৌন্দর্য। এটি হলো অদৃশ্যের ওপর ঈমানের প্রকৃত তাৎপর্য।

তাকওয়া এমন একটি জিনিস, যে কেউ একে লাভ করবে সে যেন পুরো পৃথিবীর নেয়ামতসমূহ অর্জন করল। তাকওয়া হলো একটি প্রতিষেধক। যে ব্যক্তি এটিকে কাজে লাগায় সে সকল বিষ থেকে পরিত্রাণ পায়; কিন্তু তাকওয়া পরিপূর্ণ হতে হবে।

আমাদের জামা'তের সদস্যদের একথা ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লাকে কোনো অবস্থাতেই যেন ভুলে যাওয়া না হয়। সর্বক্ষণ তাঁর কাছেই সাহায্য যাচনা করা উচিত। তিনি ছাড়া মানুষ কিছুই নয়। ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, কেউ কারো বিপদে কাজে আসতে পারে না এবং কোনো সঙ্গী সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারে না যতক্ষণ না খোদা নিজে রক্ষার নিমিত্তে হাত না ধরবেন ও নিজ কৃপার মাধ্যমে তিনি বিপদাবলিকে দূর না করেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাভীতির অবস্থা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি হতে পারে না।

আমাদের মাঝে তারা সৌভাগ্যবান যারা এই রমযান থেকে প্রকৃতরূপে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে নিজ তাকওয়ার মানকে সেই মার্গে উন্নীত করার চেষ্টা করে যা খোদা তা'লা আমাদের কাছে চান।

একবার আমার মনে এ প্রশ্নের উদয় হলো যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হলো? (অভিনিবেশ করে) বুঝলাম, সামর্থ্য লাভের জন্য যেন রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ হয়।

প্রকৃত তাকওয়া হলো খোদা তা'লার আদেশ মেনে চলা।

আল্লাহ্ তা'লা আমার উম্মতের অসুস্থ এবং মুসাফিরদের জন্য রমযান মাসে সফর অবস্থায় রোযা না রাখার ছাড় দিয়েছেন। তোমাদের মধ্য কেউ এটি পছন্দ করবে কি যে, তোমাদের কেউ এক ব্যক্তিকে কোনো জিনিস উপহার দেবে আর সে সেটি উপহারদাতাকে ফিরিয়ে দেবে।

খোদার পথে বন্দীদের মুক্তি, মুসলমান দেশসমূহ এবং পৃথিবীর সার্বিক পরিস্থিতির জন্য এবং যুদ্ধের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়ার আহ্বান

পবিত্র রমযানের কৃপাসমূহ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে তাকওয়া অর্জনের উপায় সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ আলোচনা

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৫ মার্চ , ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১৫ আমান, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (البقرہ:184، 185)

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন, (আল-বাকারা: ১৮৪-১৮৫)

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা সেভাবেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ব বর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে তার উচিত সে যেন রোযার এই সংখ্যা অন্যান্য দিনে পূর্ণ করে। আর যারা এর সামর্থ্য রাখে তাদের জন্য ফিদিয়া হলো একজন মিসকীনকে আহার করানো। অতএব যে কেউ ঐচ্ছিক পুণ্যকর্ম করে, এটি তার জন্য অতি উত্তম। আর তোমাদের রোযা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় রমযান মাস আরম্ভ হয়ে গেছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, এটি অতি মহান এবং কল্যাণমণ্ডিত মাস।

(সুনান নিসাঈ, কিতাবুস সওম, হাদীস-২১০৮)

এ মাসে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দাদেরকে নিজ কৃপায় ধন্য করার উদ্দেশ্যে অনেক বেশি দয়ালু হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা তো সাধারণ দিনগুলোতেওস্বীয় বান্দাদের এমনভাবে স্বীয় দানে ধন্য করেন যার কল্পনাও আমরা করতে পারি না। আরএই মাসে, যখনকিনা বিশেষভাবে শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করে তার থাবা থেকে মুক্ত হবারউপকরণ যেভাবে তিনি সৃষ্টি করেন, এর উদাহরণ কীভাবে তুলে ধরতে হবে তার ভাষা আমাদের জানা নেই। যখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হই তখন তঁার অনুগ্রহের দ্বার পূর্বের চেয়ে আরও অধিক প্রশস্ত দেখতে পাই। অতএব এই মাসকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় ধন্য করার জন্য নির্ধারিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের ক্ষেত্রে বিগত দিনগুলোতে আমরা যে অলসতাই প্রদর্শন করেছি, নফল আদায়ের ক্ষেত্রে যে অলসতা দেখিয়েছি, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, পড়া এবং বোঝার ক্ষেত্রে যে অলসতা দেখিয়েছি, কুরআন শরীফের শিক্ষার ওপর আমল করার ক্ষেত্রে যে-সব অলসতা দেখিয়েছিসেগুলোর সুরাহার জন্য এই মাসে উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যে, এই মাসে ফরয ইবাদতও এবং নফলও বিশেষভাবে আদায় করার পরিবেশ রয়েছে। তাই (এর দ্বারা) কল্যাণমণ্ডিত হও।

মসজিদসমূহে দরসের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে আর এমটিএতেও ব্যবস্থা রয়েছে, তা থেকে লাভবান হওয়া উচিত আর আল্লাহ তা'লার নৈকট্য সন্ধান করা উচিত।

আর এই পরিবেশের এই প্রভাবকে নিজেদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করা উচিত যেন আমরা স্থায়ীভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে থাকি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই পরিবেশ থেকে সর্বোত্তমভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টার মাধ্যমে আমার দিকে অগ্রসর হও। আর বান্দাদের তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়াতে আল্লাহ তা'লার যে আনন্দ হয় তার ধারণা মহানবী (সা.)-এর একটি উক্তির মাধ্যমে লাভ হয়। তিনি (সা.) বলেন, নিজের হারানো সন্তানকে ফিরে পেলে এক মায়ের যে আনন্দ হয় নিজের হারানো বান্দাকে ফিরে পেলে আল্লাহ্ তা'লা তার চেয়ে অধিক আনন্দিত হন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৫৯৯৯)

অর্থাৎ যারা হুকূ কুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র অধিকার এবং হুকূ কুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার আদায়কারী করে না বা যথাযথভাবে পালন করে না, এ ক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শন করে, তারা যখন প্রকৃত অর্থে এই অধিকার আদায়কারী হয়ে ওঠে তখন আল্লাহ্ তা'লার আনন্দের কোনো সীমা থাকে না। আর আল্লাহ্ তা'লা হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি তঁার বান্দার প্রতি যখন সন্তুষ্ট হন তখন তাকে এত বেশি দান করেন যার কোনো সীমা নেই। অতএব আমরা সৌভাগ্যবান হব যদি আমরা রমযানের এই পরিবেশ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারিকে আকর্ষণকারী হতে পারি।

এই আয়াতদ্বয় যা আমি তিলাওয়াত করেছি, এতে আল্লাহ্ তা'লা যেখানে তাকওয়ার পথে চলে আমাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলি পালনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন সেখানে রোযার সাথে সম্পর্কিত কতিপয় নির্দেশেরও উল্লেখ করেছেন। অতএব আমরা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তা'লা এমন প্রজ্ঞায় পূর্ণ কিতাব আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে দান করেছেন, যেন আমরা তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারি। সেসব পথে বিচরণকারী হতে পারি যেগুলো তাঁর নৈকট্যের পথ। প্রথম যে আয়াতটি রয়েছে তার প্রথম নির্দেশেই তিনি আমাদেরকে বিনয়ের পথে চলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমাদেরকে এই বলে বিনয়ের শিক্ষা প্রদান করেছেন যে, রোযা রেখে তোমরা এমন কোনো কাজ করছনা যা কেবল তোমাদেরই বৈশিষ্ট্য- এমন নয়, বরং তোমাদের পূর্ববতীদের জন্যও রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। এটি সঠিক যে, তাদের রোযার পদ্ধতিতে হয়ত কিছুটা পার্থক্য থাকবে, কিন্তু রোযা তাদের জন্যও বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। আর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা যেন তাকওয়ার পথে চলে। আর তোমাদের ক্ষেত্রেও রোযার উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ তোমরা যেন তাকওয়া অবলম্বন করে চলো। অর্থাৎ তোমরা মন্দ বিষয়াদি পরিহার করো আর পুণ্যসমূহকে ধারণ করো। পাপ এবং মন্দ বিষয়াদি থেকে এমনভাবে নিজেকে রক্ষা করোযেভাবে এক যোদ্ধা ঢালের পেছনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে। আর ঢালের আড়াল নেওয়া যোদ্ধা কেবল নিজেকে রক্ষাই করে না, বরং সে শত্রুর ওপর হামলাও করে। অতএব তুমিও যদি তাকওয়ার পথে চলো তাহলে কেবল নিজেকে রক্ষাই করবে না, বরং শয়তানের ওপর এবং শয়তানী ধ্যানধারণার ওপর আক্রমণ করে সেটিকেও ধ্বংস করবে। আর এটিই সেই পদ্ধতি যার অনুসরণে তাকওয়ার পথে চলে রোযার দায়িত্ব পালিত হয়। নতুবা মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের ক্ষুধার্ত রাখার কোনো শখ আল্লাহ্ তা'লার নেই।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুস সওম, হাদীস-১৯০৩)

আসল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া সৃষ্টি করা। এটি যদি না থাকে তাহলে রোযার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

বর্তমানে মুসলমানদের সিংহভাগের মাঝে অনাহারে থাকার রীতি আর অবশিষ্ট নেই। অধিকাংশ বা বিশেষত যারা ধনী, তারা সেহরিও অনেক আয়োজনের সাথে খায় আর ইফতারিও। অবশ্য অসহায় দরিদ্রদের অতি কষ্টে সেহরি ও ইফতারির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তাদেরও রোযা রেখে ক্ষুধার্ত থাকার পাশাপাশি পানি পান করা থেকে বিরত থাকা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তখন গ্রহণীয় হবে যখন তারা তাকওয়ার পথেরও সন্ধান করবে। নিজেদের ইবাদতকে সুন্দর করার চেষ্টা করবে। এখানে এটিও বলে দিচ্ছি

যে, ধনীদের উচিত নিজ এলাকার দরিদ্রদের রমযান মাসে বিশেষভাবে খোঁজখবর রাখা। ইফতারিতে কেবল ধনীদেরই একত্রিত করে ইফতারি উপভোগ করবেন না, বরং দরিদ্রদেরও ইফতারির ব্যবস্থা করুন। ভোজসভার আদলে যে-সববড়ো বড়ো ইফতারির ব্যবস্থা হয়ে থাকে, আমি এমনিতেও এগুলোর পক্ষে নই। এখন এগুলো লোকদেখানো আর বিদআতের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

রমযান মাসে তো পবিত্র কুরআন পঠন-পাঠন আর শোনা ও শোনানোর প্রতি অধিক মনোযোগ থাকা উচিত। যিকরে এলাহী তথা আল্লাহ্‌র স্মরণের প্রতি অধিক মনোযোগ থাকা উচিত। ইবাদত ইত্যাদির প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু যা হয় তা হলো, যারা বিভিন্ন প্রকার কাজ বা চাকরি করে তারা নিজেদের কাজ থেকে এসে ইফতারির দাওয়াত খাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।যারা ইফতারির দাওয়াত দিয়ে থাকে তারাও কুরআন হাদীস পাঠ করা, যিকরে এলাহী করা ও ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে এই চেষ্টায় রত থাকে যে, কীভাবে ভালোর ওপর আরো ভালো আয়োজন করা যায়, ইফতারির উপকরণ রাখা যায়; কীভাবে উত্তম থেকে সর্বোত্তম ইফতারি প্রস্তুত করা যায় যেন মানুষ তাদের প্রশংসা করে যে, চমৎকার ইফতারির আয়োজন হয়েছে। স্মরণ রাখবেন এই বিষয়গুলো রমযানের উদ্দেশ্য নয়। এগুলো তো তাকওয়া থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়।

অতএব ঢাল দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হবার জন্য ঢালের সদ্ব্যবহার করাও আবশ্যক অন্যথায় শয়তান তো ডানে-বামে, সম্মুখ ও পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে; কীভাবে(নিজেকে) রক্ষা করবেন? এছাড়া এই শয়তান মানুষকে জোরালো আক্রমণ করে আহতওকরতে পারে। তাই আমাদের রমযানে যথাযথভাবে রোযা রাখার চেষ্টা করা উচিত। (রমযানের) মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া, তা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বৈধ বিষয়াদি হতে বিরত থাকি তাহলে নিশ্চিত আল্লাহ্ তা'লার কৃপাদৃষ্টি আমাদের প্রতি থাকবে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের শয়তানকেও শৃঙ্খলিত করবেন এবং আমরা (কোনোরূপ) বাধাবিপত্তি ছাড়াই সৎকর্ম করার বিস্তৃত ময়দান পার হতে থাকব।ইবাদত-বন্দেগী এবং যিকরে এলাহীর দুর্গ আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় শয়তানী আক্রমণ ও প্রতিবন্ধকতা থেকে রক্ষা করতে থাকবে।

শয়তানকে কোনো তুচ্ছ বিষয় মনে করা উচিত নয়। সে জোরালো চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিল যে, আল্লাহ্ তা'লার সংখ্যাগরিষ্ঠ বান্দারা আমার বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। অতএব আমাদেরকে রমযান মাসে তার এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। এরপর এই চেষ্টাও করতে হবে যে, আমরা যেন ইবাদত-বন্দেগী ও কুরআনের বিধিবিধানের অস্ত্রের মাধ্যমে সর্বদা যেন শয়তানের মোকাবিলা করতে থাকি।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) রোযার তাৎপর্য সম্পর্কে একস্থানে বর্ণনা করেন,

"রোযার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কেও মানুষ অনবহিত। প্রকৃত বিষয় হলো, যে দেশে মানুষ যায় না আর যে জগৎ সম্পর্কে মানুষ জানে না সেখানকার পরিস্থি তি সম্পর্কে (সে) কী আর বর্ণনা করবে? নিছক ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার নামই রোযা নয় বরং এর একটি বাস্তবতা এবং এর একটি প্রভাব রয়েছে যা অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করা যায়। মানবীয় প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হলো, যত কম আহার করে তত বেশি তার আত্মশুদ্ধি ঘটে এবং কাশফী তথা দিব্যদর্শনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল তো রোযা হলো পানাহারের নাম।

তিনি (আ.) বলেন, এর মাধ্যমে (অর্থাৎ রোযার মাধ্যমে) খোদা তা'লার অভিপ্রায় হলো, এক প্রকার আহার হ্রাস করো এবং অন্যটিকে বৃদ্ধি কর। রোযাদারের সর্বদা একথা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, এর উদ্দেশ্য কেবল অভুক্ত থাকাই নয় বরং তার কর্তব্য হলো, খোদা তা'লার স্মরণে সর্বদা মগ্ন থাকা যেন (তার মাঝে) তাবাত্তুল এবং ইনকিতা' (খোদার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় ও সংসারবিমুখতা) সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এবং জগতের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। অতএব রোযার অর্থই হলো, মানুষ যেন দেহের প্রতিপালনকারী আহারকে পরিহার করে অন্য আহার গ্রহণ করে যা আত্মার প্রশান্তি এবং পরিতৃপ্তির কারণ হয়। আর যারা কেবল খোদা তা'লার জন্যই রোযা রাখে আর নিছক প্রথাসর্বস্ব রোযা রাখে না; তাদের উচিত হলো , আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় রত থাকা, যদ্বারা তারা দ্বিতীয় আহারটি লাভ করে।

(মালফুযাত,৯ম খণ্ড, পৃ:১২২-১২৩)

কাজেই, রমযানে পবিত্র কুরআন পাঠ করা ও বুঝার পাশাপাশি ইবাদত-বন্দেগী ও যিকরে এলাহীও অত্যাবশ্যক। হৃদয় (যেন সর্বদা) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসাকীর্তনে লেগে থাকে। তসবীহ্‌তে রত থাকে। এজন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত এলহামী দোয়া 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবাহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ' খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দোয়া।

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ২০৮)

দোয়া গৃহীত হবার জন্য মহানবী (সা.)-এর দোহাই দেওয়া আবশ্যক, এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ। অনুরূপভাবে তাহলীল অর্থাৎ তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা দেওয়াও অতি আবশ্যক। এগুলো তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যম এবং দোয়া গৃহীত হবার জন্যও গুরুত্ব পূর্ণ। অতএব আমাদেরকে এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে তাকওয়ার পথে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রতিটি নেকী বা পুণ্য অর্জনের জন্য তাকওয়াকে শর্ত নির্ধারণ করেছেন। অতএব এর প্রতি অনেক মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও অসংখ্য স্থানে বরং প্রায় প্রত্যেক বৈঠকেই এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাঁর একটি পঙ্‌ক্তি আছে যে, 'হার ইক নেকি কি জড় ইয়েহ ইত্তিকা হ্যায়' অর্থাৎ, "প্রত্যেক পুণ্যের মূল হলো এই তাকওয়া" পরের পঙ্‌ক্তিটি আল্লাহ্ তা'লা এলহামের মাধ্যমে তাঁকে (আ.) জানিয়েছেন, 'আগার ইয়ে জড় রাহি সব কুছ রাহা হ্যায়।' অর্থাৎ, "যদি এই মূল বর্তমান থাকে তবে সবকিছুই রয়েছে।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮)

অতএব তাকওয়া বা খোদাভীরুতাই আল্লাহ তা'লা পছন্দ করেন। (এই) তাকওয়াই প্রত্যেক পুণ্যের পানে নিয়ে যায়। তাকওয়াই পার্থি ব পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে। (এই)তাকওয়ার মাধ্যমেই মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়। অতএব, তাকওয়া অর্জন করা একজন মু'মিনের প্রথম প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত।

যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও তাকওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন আঙ্গিকে বহু স্থানে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় উক্তি উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন,

"পবিত্র কুরআন সূচনাতেই বলেছে, هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (আল বাকারা:৩)। কাজেই, পবিত্র কুরআন অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী পথের দিশা লাভের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মূল হলো তাকওয়া।" একইভাবে অন্যত্র বলেন, لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (আল ওয়াকেয়া: ৮০) অন্যান্য জ্ঞান (অর্জনের জন্য) এই শর্ত নেই। গণিতশাস্ত্র, জ্যামিতিশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলোর জন্য এ ধরনের কোনো শর্ত নাই যে, শিক্ষার্থীকে অবশ্যই মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল হতে হবে বরং যত বড়ো পাপীষ্ঠ ও দুষ্কৃতিপরায়ণই হোক না কেন সে-ও (এসব বিষয়ে) জ্ঞানার্জন করতে পারে। বরং বর্তমানে তো এরা এসব বিষয়ে অনেক বেশি এগিয়ে আছে। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে শুষ্ক যুক্তিবাদী এবং দর্শনবিদ্যা বিশারদ উন্নতি করতে পারে না। তার কাছে সেই গূঢ় তথ্য ও তত্ত্বকথা উন্মোচিত হতে পারে না, যার হৃদয় অপবিত্র এবং যার ভেতর তাকওয়ার লেশমাত্র নেই। এরপরও যদি সে বলে, ধর্মীয় জ্ঞান এবং তত্ত্বকথা তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়, (তাহলে) সে মিথ্যা বলে। ঘুণাক্ষরেও সে ধর্মীয় সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান থেকে (কোনো) অংশ লাভ করতে সক্ষম নয়, বরং ধর্মের নিগূঢ় ও সূক্ষ্মতত্ত্ব অর্জনের জন্য মুত্তাকী হওয়া (অন্যতম) শর্ত। যেমন, এই ফার্সি পঙ্‌ক্তিতে বলা হয়েছে,

[উচ্চারণ: 'আরুসে হযরাতে কুরআন নাকাব আনগেহ বারদারাদ
কি দারুল মুলক মানে রা কুনাদ খালি জেহারা গাওগা'

অর্থাৎ কুরআনের নববধূ তখনই ঘোমটা খুলে যখন ভেতরের বসতিকে সকল প্রকার হট্টোগোল থেকে মুক্ত করা হয়। তিনি (আ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থ া সৃষ্টি না হবে এবং 'দরুল্ মুলকে মা'নী খালী না হো' অর্থাৎ হৃদয়ের বসতিকে পার্থিবতার নোংরামি থেকে পবিত্র করা আবশ্যক। তা যদি এ থেকে মুক্ত না হয় তাহলে কোনো লাভ নেই। তিনি (আ.) বলেন, সেই 'গোগা' বা চিৎকার-চেচামেচি কী? তা হলো পাপাচার ও অনাচার জগৎপ্রেম। তবে এটি ভিন্ন বিষয় যে, চোরের মতো কিছু বললে বলতে পারে। অর্থাৎ, কেউ যদি কখনো কোনো পুণ্যের কথা বলেও বসে তবে তা অন্য কারো থেকে চুরি করা কথা হয়ে থাকে, তাদের নিজের নয়। কিন্তু যারা রূহুল কুদুসের সাহায্যে বলে তারা তাকওয়া বিবর্জিত কথা বলে না।

এটি ভালোভাবে স্মরণ রেখো! তাকওয়া সকল ধর্মীয় জ্ঞানের চাবিকাঠি। মানুষ তাকওয়া ব্যতীত এগুলো শিখতে পারে না। যেমন- আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, الٓمّٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ (আল বাকারা: ২-৩) এই গ্রন্থ তাকওয়াশীলদের হিদায়াত তথা পথপ্রদর্শন করে থাকে।

আর তারা কারা? الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (আল বাকারা: ৪) অর্থাৎ, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস আনয়ন করে। অর্থাৎ, এখনো সেই খোদাকে দেখে নি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাদের বিশ্বাস আছে যে, খোদা আছেন। কোনো অভিজ্ঞতাও নেই কিন্তু তারপরও বিশ্বাস করে যে, খোদা আছেন। এরপর নামাযকে দাঁড় করায়। অর্থাৎ তখনো নামাযে পূর্ণ আনন্দ ও স্বাদ পায় না তবুও নিরানন্দের মাঝে, বিস্বাদ এবং কুমন্ত্রণার মাঝে নামাযকে দাঁড় করায়। আর আমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যা কিছু আমরা তোমার প্রতি অথবা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে। তিনি (আ.) বলেন, এগুলো মুত্তাকীদের তাকওয়ার প্রাথমিক ধাপসমূহ এবং গুণাবলি। এসব ঈমানী বিষয়সমূহ থাকা উচিত। অদৃশ্যের প্রতি ঈমান এবং নামায কায়েম করা এ সবকিছু প্রাথমিক বিষয়। তিনি (আ.) বলেন, এ স্থলে আপত্তি হয়, যখন তারা খোদার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, নামায পড়ে, (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে এবং একইসাথে খোদার কিতাবের প্রতি ঈমান আনে তাহলে এগুলো ছাড়া নতুন হিদায়াত আর কী আছে? পূর্বেই তো এসব পুণ্য করছে তাহলে এর চেয়ে বেশি আর কোন ক্ষেত্রে অগ্রসর হবে? এটি তো যেন অর্জনকৃত বিষয় পুনরায় অর্জন করা। অর্থাৎ যা পূর্বেই ছিল তা পুনরায় অর্জন করা। তিনি (আ.) বলেন, এর উত্তর হলো, এই বাক্যগুলো এবং এই শব্দগুলো সেই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ যা বর্ণনা করা হয়েছে, মানুষের পূর্ণ পুণ্যের পথচলা ও পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় বহন করে না। এই বাক্যগুলো নিঃসন্দেহে সঠিক;আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, এগুলো করো কিন্তু এটিই এর চূড়ান্ত মার্গ নয়, এর চূ ড়ান্ত লক্ষ্য নয়। এগুলো তো প্রাথমিক বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ও অদৃশ্যে ঈমান আনয়ন করা, নামায পড়া, নামাযে মনোযোগ চলে গেলে পুনরায় মনোযোগ দেওয়া, অল্পবিস্তর ব্যয় করা। এগুলো প্রাথমিক বিষয় পুণ্যের দিকে নিয়ে যাবার জন্য। যদি হিদায়াতের চূড়ান্ত মার্গ 'ইউ'মিনুনা বিল গাইব' হয়ে থাকে তাহলে তত্ত্বজ্ঞান কাকে বলে? তাহলে আল্লাহ্ তা'লার পরিচয় লাভ কীভাবে হবে? এজন্য যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের হিদায়াতে প্রতিষ্ঠিত হবে সে তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চস্তরে পৌঁছাবে।

যদি তত্ত্ব জ্ঞান অর্জন করতে হয় তাহলে পবিত্র কুরআনের হিদায়াত বা আদেশনিষেধগুলো পাঠ করো, এর ওপর আমল করো তাহলে তত্ত্বজ্ঞানের উন্নত মার্গ লাভ হবে। অদৃশ্যের বিশ্বাসের স্তর থেকে উন্নতি করে মানুষ বেরিয়ে আসবে এবং সে ইউ'মিনুনা বিল গাইব থেকে বেরিয়ে অভিজ্ঞতালবব্ধ জ্ঞানের স্তরে উপনীত হবে; যেন আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় 'আইনুল ইয়াকিন' (চাক্ষুষ বিশ্বাস)-এর মর্যাদা লাভ করবে। কর্ম হবে; তবে 'আইনুল ইয়াকিন' (চাক্ষুস বিশ্বাস)-এর মর্যাদা লাভ করবে।

অতএব 'ইউ'মিনুনা বিল গাইব' থেকে বের হবার জন্য পবিত্র কুরআনের আদেশাবলির ওপর আমল করা জরুরি। লোকেরা প্রশ্ন করে অদৃশ্যের ওপর ঈমান কেন আনবে? বর্তমান যুগে কেন এই প্রশ্ন অনেক উত্থাপিত হয় শিশু ও যুবকদের পক্ষ থেকে অর্থাৎ যে বিষয়টি আমরা জানিই না– এর প্রতি ঈমান কেন আনব? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অদৃশ্যের ওপর ঈমান তো প্রাথমিক বিষয়। এই পুস্তক যা দেওয়া হয়েছে এর ওপর আমল করো, ঈমান আনয়ন করার পর এর ওপর আমল করা জরুরি যা তোমাদের কাছে আল্লাহ্ তা'লার সঠিক পরিচয় তুলে ধরবে। তবে অদৃশ্যের অবস্থা থেকে বেরিয়ে অভিজ্ঞতার অবস্থা সৃষ্টি হবে। কেবল অদৃশ্যে বিশ্বাস করলে হবে না বরং স্বয়ং মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যে খোদা কে? এটি জাগতিক নিয়মও বটে। যারা বিজ্ঞানী, গবেষক তারা জানেন যে, গবেষণাতেও প্রথমে একটি হাইপোথিসিস তৈরি হয়। এর ওপর ভিত্তি করে গবেষণা হয়। আর জানাও থাকে না যে, সেটি সত্য সাব্যস্ত হবে কি-না। কিন্তু ধারণার ওপর ভিত্তি করে গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা অদৃশ্যের ওপর ঈমানের ভিত্তি রেখে এরপর কুরআনের আদেশাবলীর ওপর আমল করো, পরিশ্রম করো, মনোনিবেশ করো; এরপর তোমরা প্রত্যক্ষ করবে।

বিজ্ঞানীরা তো শুধু প্রবোধ লাভের মানসে গবেষণা করে আর তাদের প্রশান্তি হলে, এরপর লোকদেরকে বলে। কিন্তু এখানে একটি ধারণার ভিত্তিতে এরপর গবেষণা করে। এর দ্বারা প্রত্যেক মানুষ উপকৃত হতে পারে। এটি ইসলামের সৌন্দর্য। এটি হলো অদৃশ্যের ওপর ঈমানের প্রকৃত তাৎপর্য।

অনুরূপভাবে নামায সম্পর্কে [তিনি (আ.)] বলেন, একইভাবে নামাযের প্রাথমিক অবস্থাও একই রকম হবে যার বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে, নামাযকে দাঁড় করায়, ক্বিয়াম অর্থ দাঁড় করানো। অর্থাৎ নামায বার বার পড়ে যায়, পড়ে যাবার অর্থ হলো কোনো স্বাদ ও আকর্ষণ থাকে না; নিরানন্দভাব ও বিভিন্ন চিন্তাভাবনা মাথায় আসে। এই কারণে এতে আকর্ষণ করার বৈশিষ্ট্য থাকে না। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে মানুষ যেভাবে খাবার ও পানির জন্যছুটে যায় সেভাবে নামাযের জন্য পাগলপারা হয়ে যেন ছুটে যায়। কিন্তু যখন সে হিদায়াত লাভ করে তখন আর সে অবস্থা থাকবে না। বরং এতে এক স্বাদ উপভোগ করবে। নামাযে একপ্রকার আনন্দ সৃষ্টি হবে। কুমন্ত্রণার ধারা শেষ হয়ে প্রশান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। তিনি (আ.) বলেন, কথিত আছে কোনো ব্যক্তির কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে সে বলে, একটু অপেক্ষা করো- নামাযে মনে পড়বে। এ নামায কামিলদের নামায নয়, কেননা এতে শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, (কারো) কোনো জিনিস হারিয়ে গেছে সে বলে, ঠিক আছে এমনিতে তো মনে পড়ছে না তাই নামায পড়ে দেখি কী হয়, নামাযে তো আমার মনোযোগ এদিক-সেদিক নিবদ্ধ হবে এভাবে হয়ত এটিও মনে পড়ে যাবে যে, আমি সেই জিনিসটি কোথায় রেখেছি। সুতরাং এমন নামায কামিলদের নামায নয়, এটি শয়তানী কুমন্ত্রণা। কিন্তু যখন কামিলের মর্যাদা লাভ করবে তখন সর্বদা নামাযের মাঝেই থাকবে। অর্থাৎ, সর্বদা আল্লাহ্ তা'লা স্মরণে থাকবে। আর হাজার হাজার টাকার ব্যাবসাবাণিজ্য ও মুনাফা তাতে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। পার্থিব কাজও হবে এবং খোদা তা'লার ভয়ও থাকবে, খোদা তা'লাও স্মৃতিপটে থাকবেন। তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে অন্যান্য অবস্থাও কেবল বুলিসর্বস্ব হবে না বরং তা জীবনের বাস্তব চিত্র হবে এবং অদৃশ্য থেকে তা বাস্তব দর্শনের পর্যায়ে উপনীত হবে। এই পর্যায়গুলো কেবল শোনানোর জন্য নয়। আমি যে পর্যায়গুলোর উল্লেখ করেছি তা কেবল শোনানোর জন্য নয় যে, তোমাদেরকে কাহিনি হিসেবে শুনিয়ে দিলাম আর তোমরাও অল্প সময়ের জন্য শুনে আনন্দিত হয়ে গেলে। না; এটি একটি গুপ্তধন! একে কখনো পরিত্যাগ কোরো না। এটিকে খুঁড়ে বের করে। এটি তোমাদের ঘরেই রয়েছে একটু পরিশ্রম ও চেষ্টা করলেই তোমরা তা পেতে পারো।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৫১-১৫৪)

তাই এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই পরিবেশকে কাজিয়ে লাগিয়ে এই গুপ্তধনআহরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা যেন আমরাও আল্লাহ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারি হতে পারি।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা মুত্তাকী হবে ততক্ষণ দোয়া কবুল হবে না। আর খোদাভীতি অবলম্বন করো। তাকওয়া দুই প্রকারের। একটি জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত, অপরটি কর্মের সাথে সম্পর্কিত। জ্ঞান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মুত্তাকী না হওয়া পর্যন্ত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জি ত হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞানের সঠিক মর্ম উদ্‌ঘাটিত হয় না। আর কর্ম সম্পর্কে (ব্যাখ্যা) হচ্ছে, নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতসমূহ ততক্ষণ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ রয়ে যায় যতক্ষণ না মুত্তাকী হবে। এ কথাটিও খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো! খোদা তা'লার দুটি আদেশ রয়েছে। প্র থমত, তাঁর সাথে কাউকে শরীক কোরো না,সত্তায়ও না, গুণাবলিতেও না আর ইবাদতেও না। আর দ্বিতীয়ত, মানবজাতির সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করো। আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান করো, (বান্দাকে) বান্দার অধিকার দাও।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৬৪)

তিনি (আ.) আরো বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ (আত-তালাক: ৩-৪) সুতরাং, তাকওয়া এমন একটি জিনিস, যে কেউ একে লাভ করবে সে যেন পুরো পৃথিবীর নেয়ামতসমূহ অর্জন করল।

তাকওয়া অবলম্বন করলে এমনসব উপকরণ আল্লাহ তা'লা সৃষ্টি করে দেবেন এবং এমন স্থান থেকে রিযকের ব্যবস্থা করবেন যা তোমাদের ধারণারও বাইরে। তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! মুত্তাকী কখনো কারো মুখাপেক্ষী হয় না, বরং সে এমন পদমযার্দায় অধিষ্ঠিত থাকে যে, তার চা কিছু প্রয়োজন তার চাওয়ার আগেই তার জন্য খোদা তা'লা সরবরাহ করেন। অতএব এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যে, মুত্তাকীদের তিনি জাগতিক জীবনোপকরণও দিয়ে থাকেন। তিনি (আ.) বলেন, আমি একবার কাশফে আল্লাহ্ তা'লাকে প্রতীকীরূপে দেখেছি। আমার কাঁধে হাত রেখে তিনি বলেন, 'জে তুঁ মেরা হো রাহেঁ, সব জগ তেরা হো'

[অর্থাৎ তুমি যদি আমার হয়ে যাও তাহলে সমগ্র পৃথিবী তোমার হয়ে যাবে। -অনুবাদক]

অতএব এটি সেই ব্যবস্থাপত্র যা সকল নবী-রসূল, ওলি-আওলিয়া এবং পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গে র পরীক্ষিত; তাই তোমরাও পরীক্ষা করে দেখো। তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের জামা'তের সদস্যদের উচিত যেন তারা তাকওয়ার পথে পদচারণা করে এবং নিজ শত্রুদের ধ্বংস দেখে যেন অহেতুক আনন্দিত না হয়। তওরাতে লেখা আছে, আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, বনী ইসরাইলদের শত্রুদের যে আমি ধ্বংস করেছি এর কারণ হলো,তারা খারাপ ছিল। এ কারণে ধ্বংস করি নি যে, তোমরা পুণ্যবান। তোমাদের

পুণ্যের কারণে শত্রুরা ধ্বংস হয় নি বরং তারা নিজেদের কুকর্মে র কারণে ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং পুণ্যবান হওয়ার চেষ্টা করো। তিনি (আ.) বলেন, আমার একটি পঙ্‌ক্তি হলো,

প্রতিটি পুণ্যের মূল হলো তাকওয়া,
এ মূল যদি অটুট থাকে তবে সবকিছু ঠিক থাকবে।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, তাকওয়া হলো একটি প্রতিষেধক। যে ব্যক্তি এটিকে কাজে লাগায় সে সকল বিষ থেকে পরিত্রাণ পায়; কিন্তু তাকওয়া পরিপূর্ণ হতে হবে। তাকওয়ার কোনো শাখার ওপর আমল করা এমন– যেভাবে কারো ক্ষুধা লাগলে সে একটিমাত্র শস্যদানা খায়। জানা কথা, তার খাওয়া আর না খাওয়া সমান। একইভাবে পানির পিপাসা এক বিন্দুর মাধ্যমে নিবারণ হয় না। একই অবস্থা তাকওয়ারও। কোনো একটি শাখার ওপর আমল করাটা গর্বের কারণ হতে পারে না। অতএব তাকওয়া সেটিই যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا (আন নহল: ১২৯)। খোদা তা'লার সঙ্গাই বলে দেয় যে, এই ব্যক্তি মুত্তাকী।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৬০–২৬২)

অর্থাৎ যদি প্রকৃত তাকওয়া বিদ্যমান থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় তা প্রকাশ করে দিবেন এবং তার অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশও ঘটে থাকে। অতএব এই হলো তাকওয়ার স্বরূপ– যা আমাদের অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন,যদিও কথার পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে, বার বার সেই কথাই আসছে কিন্তু যেহেতু অলসতা লেগে থাকে। একদিকে ওয়াজ–নসীহত শোনা হয় যার ফলে হৃদয়ে তাকওয়া অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টি হয় কিন্তু আবারো আলস্য দেখা দেয়। এ কারণে আমাদের জামা'তের সদস্যদের একথা ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লাকে কোনো অবস্থাতেই যেন ভুলে যাওয়া না হয়। সর্বক্ষণ তাঁর কাছেই সাহায্য যাচনা করা উচিত। তিনি ছাড়া মানুষ কিছুই নয়।

ভালোভাবে স্মরণ রাখো! তিনি একনিমিষেই ধ্বংস করে দিতে পারেন। নানান দুঃখ–কষ্ট বিদ্যমান। নিজেকে ভয়ভীতি মুক্ত মনে করার কোনো কারণ নেই। এ পৃথিবীতেও জাহান্নাম থাকতে পারে এবং বড়ো বড়ো বিপদাবলি আসতে পারে। বর্তমানে তো পারমাণবিক যুদ্ধের কথা হচ্ছে, তাই এটিও একটি জাহান্নামই বটে। বোমা– মূলত আগুনের গোলা–ই হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, কেউ কারো বিপদে কাজে আসতে পারে না এবং কোনো সঙ্গী সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারে না যতক্ষণ না খোদা নিজে রক্ষার নিমিত্তে হাত না ধরবেন ও নিজ কৃপার মাধ্যমে তিনি বিপদাবলিকে দূর না করেন।

এ কারণেই প্রত্যেকের উচিত খোদা তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা অর্থাৎ গোপন সম্পর্ক তৈরি করা। যে ব্যক্তি ধৃষ্টতার সাথে গুনাহ, পাপপঙ্কিলতা ও অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে সে ভয়াবহ অবস্থায় থাকে। খোদা তা'লার আযাব তার দিকে তাক করে থাকে। যদি ক্রমাগত দয়ালু খোদার অনুগ্রহ পেতে চাও তাহলে তাকওয়া অবলম্বন করো। আর যে–সব বিষয় খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে সেগুলো পরিত্যাগ করো। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাভীতির অবস্থা সৃষ্টি না হবে।"

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় বলেছেন তা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাভীতির অবস্থা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি হতে পারে না। মুত্তাকী হওয়ার চেষ্টা করো। তাকওয়া বিচ্যুত মানুষ যেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেখানে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের রক্ষা করা হয়। এমন অবস্থায় তাদের সীমালঙ্ঘন তাদের ধ্বংস করে দেয় আর তাদের (তাকওয়াশীলদের) তাকওয়া তাদের রক্ষা করে। মানুষ যদি তার ধূর্ততা, দুষ্কৃতি ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চাইলেও বাচা সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কৃপা না হবে কোনো মানুষ নিজের প্রাণের, সম্পদ কিংবা সন্তানাদির সুরক্ষা বিধান করতে পারে না, আর অন্য সফলতাও অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার সাথে অবশ্যই নিভৃতে সম্পর্ক রাখা উচিত। ইবাদত, যিকরে ইলাহী এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ নিষেধের ওপর আমল করার মাধ্যমে এই গোপন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর এই সম্পর্ক অটুট রাখা উচিত।" অর্থাৎ এই সম্পর্ক স্থায়ী হওয়া উচিত।

"বুদ্ধিমান মানুষ সেই যে এই সম্পর্ককে সুরক্ষিত রাখে আর যে এই সম্পর্ক কে সুরক্ষিত রাখে না সে বোকা। যে ব্যক্তি নিজের চালাকি নিয়ে গর্ব করে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং কখনো সফল হতে পারবে না। লক্ষ্য করো, আকাশ ও পৃথিবী আর যা কিছু এ দুয়ের মাঝে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এই মহাযজ্ঞ কি আল্লাহ তা'লার অদৃশ্য হাত ছাড়া চলতে পারে? কখনো না।

স্মরণ রেখো! যে ব্যক্তি শান্তির সময়ে ভীত হয় তাকে ভয়ের অবস্থায় নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। আর কোনো ব্যক্তির ভয়ের সময়ে ভীত হওয়া কোনো প্রশংসনীয় বিষয় নয়। এমন অবস্থায় অবিশ্বাসী, অংশীবাদি এবং সীমালঙ্ঘনকারীও ভীত হয়। ফেরাউনও এমতাবস্থায় ভীত হয়ে বলেছিল, اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ অর্থাৎ আমি সেই সত্তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করছি যার ওপর বনী ইসরাঈল বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তিনি ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই। আমি আত্মসমর্পণ কারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে তার কেবল এতটুকু লাভ হয়েছে যে, আল্লাহ তা'লা তাকে বলেন, আমি তোমার শরীর রক্ষা করব। কিন্তু তুমি প্রাণে বাঁচতে পারবে না। পরিশেষে আল্লাহ তা'লা তার শরীরকে এক কোণে রেখে দিয়েছেন। সে এক খর্বকায় মানুষ ছিল। বস্তুত, মানুষ যখন পাপ ও অবাধ্যতায় সীমালঙ্ঘন করে তখন لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ –এর ব্যবহার করেন। অর্থাৎ না সে এর থেকে এক সেকেন্ড পিছনে থাকতে পারে আর না সে এগিয়ে যেতে পারে। অতএব যখন মৃত্যু এসে যায় তখন তা টলানো যায় না। তাই মানুষের উচিত সময় থাকতেই খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৯–৩৭০)

অতএব আমাদের মাঝে তারা সৌভাগ্যবান যারা এই রমযান থেকে প্রকৃতরূপে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে নিজ তাকওয়ার মানকে সেই মার্গে উন্নীত করার চেষ্টা করে যা খোদা তা'লা আমাদের কাছে চান।

রোযার বিষয়ে এরপরের আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মৌলিক কিছু বিধি নিষেধ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, হাতেগোনা কয়েকটি দিনে আল্লাহ তা'লা তোমাদের জন্য রোযা আবশ্যক করা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেছেন যেন যারা অসুস্থ এবং মুসাফির রয়েছেন তারা নিজেদের ওপর অকারণে কোনো বোঝা না চাপায়। পরবর্তীতে সুস্থ হওয়ার পর অথবা সফর শেষ হবার পর রোযা পূর্ণ করে নেবে। অতএব আল্লাহ বলেন, ফরয পূর্ণ করা আবশ্যক। কিন্তু অনাবশ্যক বোঝাও নিজের ওপর আরোপ করা উচিত না। প্রকৃতিগত এবং জরুরি পরিস্থিতির দিকেও আল্লাহ্ খেয়াল রেখেছেন। অতএব যেহেতু মানুষ আল্লাহর জন্য হালাল জিনিসগুলো থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে তাই আল্লাহ তা'লা মানুষের তাকওয়ার সম্মান করে মানুষের বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে ছাড়ও দিয়েছেন। অতএব যারা বলে যে, আল্লাহ তা'লা আমাদের ওপর অনেক বড়ো বোঝা চাপিয়েছেন। কিছু এমন আদেশ রয়েছে যা পালন করা (আমাদের জন্য) অত্যন্ত কঠিন। (স্মরণ রাখবেন) আল্লাহ্ তা'লার কোনো একটি আদেশ এমন নেই যা (পালনকরা) কঠিন। সবগুলো আহকাম (তথা আদেশনিষেধ)–এর সাথে ছাড়ও আছে। অথবা ধর্ম আমাদের ওপর বোঝা চাপায় অথবা লা–মাযহাবী যারা আছে অথবা যারা ধর্মবিরোধী, তারা ধর্মের অনুসারীদের মাঝে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্য বলে যে, তোমরা কী এক ধর্মের বিধিনিষেধের মাঝে আবদ্ধ হয়ে আছো? এটি তোমাদেরমানবাধিকার হরণ করছে। এ আয়াতেও সেসব লোকের (প্রশ্নের) উত্তর আছে। রোযা আবশ্যক করা হয়েছে ঠিকই। এ রোযা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী বানায় কিন্তু এ সত্ত্বেও স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি রাখেন আর তোমাদের জন্য সুযোগসুবিধাও দিয়ে রেখেছেন।

(বলা হয়েছে) বছরের কোনো একটি সময় তোমার পরিত্যক্ত রোযাগুলো পূর্ণ করো আর সামর্থ্যবানরা যেন তাদের ছুটে যাওয়া রোযাগুলোর জন্য কিছু ফিদিয়াস্বরূপ প্রদান করে। (সবার জন্য আবশ্যক নয়, যারা সামর্থ্যবান তারা যেন ফিদিয়া দেয়) এর ফলে দ্বিগুণ পুণ্য লাভ হবে। তোমরা এই বাড়তি পুণ্য (অর্জন) করলে আল্লাহ্ তা'লা এভাবে পুরস্কার প্রদানের উপকরণ (সৃষ্টি) করবেন। এছাড়া স্তন্যদায়ী মায়েরা অথবা যারা চিররোগী, তাদেরকে সাধ্য অনুযায়ী ফিদিয়া প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে।আল্লাহ্ যেহেতু 'আলিমুল গাইব' (সর্ব জ্ঞানী) তাই তিনি নিয়্যত সম্বন্ধে ভালোভাবে অবগত আছেন এ জন্য বলেছেন, তোমাদের ফিদিয়া প্রদান রোযার বিকল্প হবে। যদি তোমরা নেক নিয়্যতে (ফিদিয়া) প্রদান করো তাহলে এই ফিদিয়া দ্বারা অভাবীদের সাহায্য হয়। মোটকথা, এখানে হুকুকুল ঈবাদ (তথা বান্দার অধিকার)–কেও ইবাদতের পুণ্যের মর্যাদা দিয়েছেন। ফিদিয়া দ্বারা কারা লাভবান হচ্ছে, দরিদ্ররা কিন্তু এর পুণ্য ইবাদতের সমপরিমাণ। এই হলো ইসলামের খোদা যিনি মূ র্তিমান দয়া। এরপরও যদি মানুষ তার দয়া লাভকারী না হয় তবে তা হবে তার দুর্ভাগ্য।

এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, একবার আমার মনে এ প্রশ্নের উদয় হলো যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হলো? (অভিনিবেশ করে) বুঝলাম, সামর্থ্য লাভের জন্য যেন রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ হয়।

খোদা তা'লার সত্তাই সামর্থ্য দান করে থাকেন আর সবকিছু আল্লাহ তা'লার কাছেই যাচনা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা হলেন সর্বশক্তিমান। তিনি চাইলে একজন যক্ষ্মা রুগীকেও রোযা রাখার শক্তি দিতে পারেন।

অতএব ফিদিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, (রোযা রাখার) সেই শক্তি যেন লাভ হয় এবং তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই হয়ে থাকে। তাই আমার মতে, কত-না ভালো হয় যদি, মানুষ এভাবে দোয়া করে যে, হে আমার আল্লাহ্! এ তোমার এক কল্যাণময় মাস। আমি এ মাসে বঞ্চিত রয়ে যাচ্ছি আর আমি এ-ও জানি না যে, আগামী বছর জীবিত থাকব কি-না অথবা আমার রয়ে যাওয়া এ রোযাগুলো পুনরায় রাখতে পারব কি-না। এভাবে যদি তাঁর কাছে সামর্থ্য যাচনা করে আমার বিশ্বাস, এমন হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লা শক্তি প্রদান করবেন।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫৮-২৫৯)

অতএব রোযা রাখার চেষ্টা করা আবশ্যক এবং ফিদিয়াও এই নিয়তে দেওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ যেন তা গ্রহণ করেন এবং রোযা রাখারও সামর্থ্য দান করেন। যাহোক, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা অবকাশ দিয়েছেন, তদনুযায়ী আমল করাও আবশ্যক। এটিই তাকওয়া।

প্রকৃত তাকওয়া হলো খোদা তা'লার আদেশ মেনে চলা। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরেক জায়গায় বলেন, প্রকৃত বিষয় হলো, পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত অবকাশসমূহের ওপর আমল করাও তাকওয়া। আল্লাহ্ তা'লা মুসাফির এবং অসুস্থদেরকে অন্য সময় রোযা রাখার অনুমতি এবং ছাড় দিয়েছেন। তাই এই আদেশের ওপরও আমল করা আবশ্যক। আমি পড়ে দেখেছি, অধিকাংশ বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে একমত যে, সফরে অথবা অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা পাপ বা গুনাহ, কেননা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিই তো উদ্দেশ্য, স্বেচ্ছাচারিতা তো (উদ্দেশ্যে) নয়। আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নিহিত অর্থাৎ আল্লাহ্ যে আদেশ দেন তদনুযায়ী আমল করা উচিত এবং নিজের পক্ষ থেকে তার সাথে টীকা-টিপ্পনি যোগ করা উচিত নয়। মনগড়া ব্যাখ্যা যেন না করা হয়। যেভাবে বর্তমান যুগের ওলামারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী করছে। আর বর্তমানে তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে প্লাটফর্ম পেয়েছে তাতে ফিকাহর বরাতে হাস্যকর কথাবার্তা এবং ফতোয়া জারি করা শুরু করেছে। যাহোক তিনি (আ.) বলেন, তিনি তো এই আদেশ দিয়েছেন যে, مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (আল বাকারা: ১৮৫) অতএব তোমাদের মধ্য যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে তাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। এখানে সুনির্দিষ্ট কোনো শর্ত আরোপ করেন নি যে, এমন সফর হতে হবে বা এমন অসুস্থ হতে হবে।" (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৭২-৭৩)

অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অসুস্থতা এবং সফরে থাকা অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'লার সুস্পষ্ট আদেশকে অমান্য করে। আল্লাহ্তা'লা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, পীড়িত এবং মুসাফির রোযা রাখবে না, আরোগ্য লাভ এবং সফর শেষ হলে রোযা রাখবে। আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশ মেনে চলা উচিত, কেননা মুক্তি তার দয়াতেই নিহিত, কেউ তার কর্মের জোরে মুক্তি লাভ করতে পারে না। পীড়িত এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তাদের ওপর আদেশ অমান্য করার ফতোয়া অবধারিত হয়ে যায়। " (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৩১)

এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে রমযান মাসে সফররত অবস্থায় রোযা এবং নামাযের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি (সা.) বলেন যে, রমযান মাসে ভ্রমণে রোযা রাখবে না। এটি শুনে সে ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি রোযা রাখার সামর্থ্য রাখি, নবী করীম (সা.) তাকে বলেন যে, তুমি বেশি শক্তিশালী নাকি আল্লাহ্ তা'লা?

তিনি আরো বলেন নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা আমার উম্মতের অসুস্থ এবং মুসাফিরদের জন্য রমযান মাসে সফর অবস্থায় রোযা না রাখার ছাড় দিয়েছেন। তোমাদের মধ্য কেউ এটি পছন্দ করবে কি যে, তোমাদের কেউ এক ব্যক্তিকে কোনো জিনিস উপহার দেবে আর সে সেটি উপহারদাতাকে ফিরিয়ে দেবে(কুনযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৬১১)

সুতরাং খোদার আদেশের ওপর আমল করাই হলো তাকওয়া। যে পুণ্য করার আদেশ তিনি দেন সেটি করো, যখন করতে বলেন তখন করো এবং যা পরিত্যাগ করতে বলেন তা পরিত্যাগ করো।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রমযান তাঁর সন্তুষ্টির পথে প্র তিষ্ঠিত থেকে খোদাভীতির সাথে অতিবাহিত করার সামর্থ্য দান করুন। আমাদের নিজেদের তাকওয়ার মান উন্নত করার তৌফিক দিন। আমরা যেন রোযা না রাখার অজুহাত অন্বেষণকারী না হই আর বিনা কারণে নিজেদের ওপর যেন বোঝা কঠোরতা না চাপাই এবং সর্বদা যেন ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার ওপর আমলকারী হই। এই রমযানে যেন আল্লাহ তা'লার অশেষ কল্যাণের ভাগীদার হই। প্রতিটি দিন যেন আমাদের জন্য কল্যাণ ও অনুগ্রহের উপকরণ নিয়ে আসে। রমযানে আমরা যেন সত্যিকার অর্থে কল্যণমণ্ডিত হতে পারি। এই রমযান যেন আমাদেরকে খোদা তা'লার নৈকট্য দানকারী হয়। আমরা যেন গ্রহণযোগ্য দোয়া করার তৌফিক লাভ করি। বিশ্বের সকল আহমদীদের জামা'তী উন্নতি এবং সকল বিপদাপদ দূরীভূত হওয়ার জন্য দোয়া করুন। বিভিন্ন সরকার এবং সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে যেন আল্লাহ তা'লা আমাদের নিরাপদ রাখেন।

বন্দিদের মুক্তির জন্য দোয়া করুন। অনেকে কঠিন পরিস্থি তির শিকার। এই দোয়াও করুন আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার আঁচল এমনভাবে আঁকড়ে ধরার সামর্থ্য লাভ করি যে, কখনো আমাদের ভু লের কারণে তা আমাদের হাতছাড়া না হয়। আর খোদা তা'লার কৃপাবারি যেন আমাদের ওপর বর্ষিত হতে থাকে।

মুসলিম বিশ্বের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিবেকবুদ্ধি দিন এবং তারা যেন আগমনকারী মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর মান্যকারী হয়।

যুদ্ধের কুপ্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্যও দোয়া করুন। মুসলিম দেশগুলোতে ক্ষমতার যে লড়াই চলছে এর ফলে যে নিরীহ মানুষ অত্যাচারের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে অত্যাচারীদের হাত থেকে তাদের মুক্তি দিন।

বিশ্বের সার্বিক অবস্থার জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধ এবং এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করুন। জানা কথা যে, যুদ্ধের পরিস্থি তে আহমদীরাও এতে প্রভাবিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এথেকে রক্ষা করুন। এ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে নিজেদের তাকওয়ার মানকে উন্নীত করতে হবে আর এটিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেককে এর তৌফিক দান করুন।

এখানে অর্থাৎ ইউকেতে মুসলমানদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছে। উগ্রপন্থ ার অবসানের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু মোটের ওপর বিশ্লেষকদের মত হচ্ছে মুসলমানদের লক্ষ্য করে এটি করা হচ্ছে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন এর পেছনেকী রয়েছে আর তাদের উদ্দেশ্য কী? সবার জন্য দোয়া করা প্রয়োজন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ও এখানকার অন্যান্য মুসলমানদেরকে এর মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষা করেন।

****

১ম পাতার পর...

এবং প্রতিটি বিপদের সময় অবিচল থেকে পুরস্কার লাভ করে। বাহ্যত একজন হিন্দু এবং মোমেনের সফলতা এক দিকে থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে কিন্তু, স্মরণ রেখো যে কাফেরের সফলতা বিপথগামিতা আর মোমেনের সফলতার ফলে তার জন্য পুরস্কারের দ্বার উন্মুক্ত হয়। কাফেরের সফলতা এজন্য পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায় যে তারা খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে না, বরং নিজেদের পরিশ্রম, বুদ্ধি ও যোগ্যতাকে খোদা মনে করে বসে। কিন্তু মোমেন খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর সম্পর্কে নতুন করে পরিচয় লাভ করে। এভাবে প্রত্যেক সফলতার পর খোদার সঙ্গে তার নতুন করে সম্পর্ক আরম্ভ হয় এবং তার মধ্যে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। 'ইন্নাল্লাহা মাআল্লাযীনাত্তাকু"। (নহল: ১২৯)। খোদার তাদের সঙ্গে থাকেন যারা মুত্তাকী। স্মরণ রেখো, কুরআন শরীফে তাকওয়া শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ প্রথম শব্দ দ্বারা করা হয়। এখানে 'মাআ' শব্দ এসেছে। অর্থাৎ যারা খোদাকে প্রধান্য দেয়, খোদা তাদেরকে প্রাধান্য দেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করেন। আমার বিশ্বাস, মানুষ যদি পৃথিবীর যাবতীয় লাঞ্ছনা ও কঠোরতা থেকে রক্ষা পেতে চায় তবে একমাত্র পথ হল মুত্তাকী হয়ে যাওয়া। এরপর তার আর কোনও অভাব থাকবে না। কাজেই মোমেনের সফলতা তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে, সেখানেই স্থির থাকে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩১)

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মানী সফর, ২০২৩ (সেপ্টেম্বর)

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

মারিও বেক সাহেব সিডিইউ এর স্থানীয় দলনেতা। তিনি বলেন, আমি এর পূর্বে কখনও ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতার সঙ্গে সাক্ষাত করি নি আর খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত আমার জন্য সম্মানের কারণ। খলীফা যখন ভাষণ শুরু করলেন আমি রোমাঞ্চিত হয়ে পড়ি। তিনি সাধারণ মানুষের মতই ভাষন দিচ্ছিলেন আর এত বড় ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে অনেক নৈকট্য অনুভব করছিলাম। তিনি নিজের ভাষণে পূর্বের বক্তার কথাগুলিকেও স্থান দিয়েছেন যা থেকে প্রকাশ পায় যে তিনি নিজের কথা বর্ণনা করার জন্য কোনও বক্তব্য প্রস্তুত করে রাখেন নি, বরং স্থানীয় চাহিদা অনুসারে বক্তব্য রেখেছেন। খলীফা বলেছেন শহরের মাঝামাঝি মসজিদের অবস্থান বেশ ভাল বিষয় যা আমাকে খুব ভাল লেগেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে জামাত আমাদের সঙ্গে থাকতে চায় এবং ভালবাসা ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে আগ্রহী। খলীফা বলেছেন যারা শুরুর দিকে মসজিদের বিরোধী ছিলেন এখন তারা আমাদের বন্ধু। এর থেকেই আমি অনুভব করেছি যে সমস্ত হৃদয়ের সংশয় দূর হয়েছে। তাঁর ভাষণ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ইসলাম উগ্রবাদের ধর্ম নয়। মানুষ সাধারণত সউদি আরবকে অনুসরণ করে এবং মনে করে সেটাই প্রকৃত ইসলাম। কিন্তু কোনটা ইসলাম আর কোনটা নয় তা আপনাদের খলীফা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন।

মার্গারেট হাস নিউজিল্যাণ্ডের বাসিন্দা, কিন্তু এখন জার্মানীতে থাকেন। তিনিও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৮৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এর সঙ্গে জার্মানীতেই সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। তিনি বলেন, খলীফার ভাষণ অসাধারণ ছিল। বিশেষকরে তিনি বলেছেন ধর্ম হল শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। মানুষ যে ধর্মের অনুসারই হোক না কেন, তার উচিত সহনশীল হওয়া। আমি মনে করি এই কথাটি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খলীফাকে আমার অত্যন্ত বিনয়ী বলে মনে হয়েছে।

আলবান ক্রাসনিকি নামে এক স্থানীয় রাজনীতিক ব লেন, আমি আজ শিখেছি যে, ইসলাম সমগ্র মানবতার সমৃদ্ধি চায়। খলীফার ব্যক্তিত্বে আমি অনেক প্রভাবিত হয়েছি। খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করা এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয়।

খলীফা বলেছেন, আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করা উচিত এবং এই কাজে অপরকে সাহায্য করা উচিত। ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের বিষয়টি আমাদের জন্য নিতান্তই সাধারণ বিষয়। কিন্তু আজ আমি শিখেছি যে, জগতে এমন শান্তিপ্রিয় মানুষদেরকেও কষ্ট দেওয়া হয় আর তাদের কোন ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। খলীফা আফ্রিকায় বসবাসকারীদের বিষয়ে, বিশেষ করে শিশুদের যে পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছেন এবং জামাত যে অমূল্য সেবাদান করছে তাতে আমার হৃদয় আপ্লুত হয়েছে। খলীফার বাচনভঙ্গি আমাকে মোহিত করেছে। তাঁর থেকে আমি শান্তি ও মানসিক শান্তির জ্যোতির নির্গত অনুভব করেছি। তাঁর নির্দেশনাবলী গভীর অর্থ বহন করে।

ক্রিস্টিয়ানা শুসতা একজন স্থানীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানুষ। তিনি বলেন, খলীফার ভাষণ শুনে আমি ভীষণ প্রভাবিত হয়েছি। তিনি যেহেতু একজন আধ্যাত্মিক নেতা এবং এর শিক্ষা ও এর মহত্ব বর্ণনা করবেন। আর খলীফা যদি এমনটি করতেন তবুও তাঁর কথা আমাকে ভালই লাগত। খলীফা সেই সব কথাই বলেছেন যেগুলির সম্পর্ক আমাদের সকলের সঙ্গেই রয়েছে। খলীফার ভাষণের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হল আমাদের সকলের মিলেমিশে এবং শান্তি সম্প্রীতিসহকারে থাকা উচিত আর এটি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। খৃষ্টধর্মে এই বিষয়গুলির প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল। আজ খলীফার ভাষণে এই জরুরী বিষয়টির প্রতি পুনরায় মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে। খলীফার প্রতি আমার মনে এক বিশেষ সম্মান তৈরী হয়েছে। যেভাবে আমাদের পোপের সঙ্গে সাক্ষাত করা অনেক বড় সম্মানের বিষয়। অনুরূপভাবে আহমদীদের জন্যও নিশ্চয় খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করা সম্মানের বিষয় হবে। কিন্তু আমার জন্যও খলীফার মজলিসে অংশগ্রহণ করা অবশ্যই অনেক বড় সম্মানের বিষয়।

একটি জনসেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মী গাব্রিলে রাতাযি স্টল সাহেব বলেন, খলীফার ভাষণ ছিল শান্তি সম্বলিত। তিনি বলেছেন, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সম্পর্কের প্রতি সংবেদনশীল থাকার মত মূল নীতির প্রতি যত্নবান থাকা গেলে আমরা শান্তি ও সম্প্রীতি সহকারে বাস করতে পারব। খলীফা যা কিছুমৌলিক নীতি বর্ণনা করেছেন সেগুলির বাস্তবায়ন জরুরী। খলীফার ভাষণ থেকে আমিও এও জানতে পেরেছি যে আহমদীয়াত সেই ইসলাম নয় যা টেলিভিশন ও সংবাদ মাধ্যমে দেখানো হয়। খলীফার বাচনভঙ্গি অত্যন্ত গাম্ভীর্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ যার কারণে খলীফাকে দেখে নিরুদ্বেগ এক শান্তিময় সত্তা হিসেবে মনে হয়। তাঁর ভাষণ অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীত হয়। আমি এতেও প্রভাবিত হয়েছি যে, খলীফা এখানে এসে কেবল ইসলামের প্রপোগান্ডা করেননি। বরং এমন বিষয়ে কথা বলেছেন যার সম্পর্ক আমাদের সকলের সঙ্গে এবং সকলের জন্য জরুরী। এর কারণেই তাঁর ভাষণ শুনতে খুব ভাল লেগেছে।

এ্যান্ড্রিয়াস লিঙ্কে সাহেব মসজিদের প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন, যিনি শুরুর দিকে মসজিদের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি জামাতের বন্ধু হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন, আমার জন্য প্রধান সমস্যা এই ছিল যে, শহর প্রশাসন আমার সঙ্গে সত্য ও সরল কথা বলে নি। যেমন আমাকে বলা হয় নি যে জমিটি আমি ক্রয় করতে যাচ্ছিলাম তার পাশে মসজিদ তৈরী চলেছে যা আমাদের সমাজের জন্য সাধারণ বিষয় নয়। আমার জমির পাশেই ছোট্ট একটুকরো জমি ছিল যা আমি কিনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শহর প্রশাসন আমাকে সেটি কিনতে নিষেধ করে। কিন্তু পরে সেটি জামাতকে মসজিদের পার্কিং এর জন্য দিয়ে দেয়। এটিকে আমি নিজের বিরুদ্ধে অন্যায় হিসেবে মনে করি, যার কারণে আমি রুষ্ট হই। অন্যথায় সদর জামাতের সঙ্গেও আমার সুসম্পর্ক রয়েছে, তাঁকে আমি সম্মান করি। আমি মনে করি খলীফার ভাষণ অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল। কেননা জার্মানীতে ইসলামের ভাবমূর্তি বেশ মলিন। ইসলামের আসল ভাবমূর্তি কি সেটা খলীফা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। খলীফার ভাষণের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল এই যে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা উচিত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা উচিত, সেই সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধও জরুরী।

নর্বার্ট গ্রিলিচ প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের একজন সদস্য। অবসর গ্রহণের পর তিনি এখন বিভিন্ন সেবামূলক কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দান করেন। তিনি বলেন, খলীফা অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে ধৈর্যসহকারে নিজের ভাষণ দান করেছেন। তাঁর ভাষণটি ছিল স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি সরল ভঙ্গিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষণের আমি অনুবাদই শুনেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর কণ্ঠও শুনেছি যা ভীষণ প্রশান্তিদায়ক ছিল। তিনি পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্বের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমার জন্য ইসলাম আহমদীয়াত নতুন কিছু নয়। কেননা আমি জামাতকে দীর্ঘ সময় ধরে জানি আর এও জানি যে জামাত আহমদীয়া যা বলে তা করেও দেখায়।

ওয়াল্টার হর্জ স্থানীয় প্লানিং ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেন, আমি কোন বিশেষ ভাবনা বা আশা নিয়ে এখানে আসি নি। কিন্তু এখানে এসে এমন মহতি সভা দেখে, সভার আলোচনা শুনে এবং এখানকার আতিথেয়তা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি পাশের গ্রামের বাসিন্দা। আমি আন্তরিক বাসনা, তিনি আমাদের গ্রামেও আসুন। একটা জিনিস আমার খুব ভাল লেগেছে সেটা এই যে, খলীফা আগে থেকে নিজের বক্তব্য ঠিক করে রাখেন নি বা কোন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নি। বরং স্থানীয় পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে নিজের বক্তব্য রেখেছেন এবং নিজের পূর্বের বক্তাদের ভাষণগুলিকেও নিজের ভাষণে স্থান দিয়েছেন। সর্বোপরি যে বিষয়টি আমার ভাল লেগেছে সেটি এই যে, খলীফা যা কিছু বুঝিয়েছেন তা নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে ধৈর্যসহকারে সাবলীলভাবে বর্ণনা করেছেন। খলীফার আগমণও হয়েছে একেবারে নীরব ও বিনয়পূর্ণ ভঙ্গিতে, এর মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ও দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণ ছিল না। খলীফার ভাষণে নিরেপক্ষতা বজায় ছিল আর এর প্রভাব ছিল সুগভীর। আমি পুনরায় বলতে চাই, খলীফা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও সহনশীল ব্যক্তি।

গোকমেন আবসারসালান হানাউ থেকে এসেছেন। তিনি খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে ভীষণ নার্ভাস ছিলেন। তিনি বলেন, আমি খলীফাকে সরাসরি দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। খলীফার ভাষণ অত্যন্ত প্রভাবশীল ও যথাযথ ছিল। তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি বলেছেন আমরা অনেক সময় সেগুলি ভুলে যাই। তিনি বলেন, পুরো ভাষণটিই চমৎকার ছিল।

আস্তরিদ বার্গম্যান এবার প্রাদেশিক নির্বাচনের একজন প্রার্থী। তিনি বলেন, খলীফা নারীদের অধিকার যা কিছু বর্ণনা করেছেন, একজন নারী হিসেবে আমার সেগুলি পছন্দ হয়েছে। আমি একথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, খলীফাকে দেখে অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্ত ব্যক্তি বলে মনে হয়। তাঁর ভাষণের অনুবাদ শোনার পাশাপাশি মূল কণ্ঠস্বরও শোনার

সুযোগ হয়েছে। এর জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ। তাঁর কণ্ঠস্বরও অনেক আকর্ষণীয়।

এফ সাবরিন একজন সমাজকর্মী। তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে জামাতের মোটো 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' -এর অনেক প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, খলীফার মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে যা অন্যদের প্রভাবিত করে।

লুসিয়া ওয়ারনার একজন ব্যাংক-কর্মী। তিনি পাশের গ্রামেই থাকেন। সিডিইউ পার্টির প্রতিনিধি। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করার জন্য আমি আনন্দিত। এমন অসাধারণ সমাবেশের আয়োজন হবে বলে আমি কল্পনাও করতে পারি নি। খলীফার ভাষণ থেকে আমি জানতে পেরেছি যে আমাদের মধ্যেকার অনেক কিছুই সাদৃশ্যপূর্ণ। খলীফার ভাষণ ভাল লেগেছে। আমার ব্যাংকে কিছু সহকর্মীদের সুবাদে নারীদের সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে আমি পূর্বেই পরিচিত ছিলাম। তাদের মাধ্যমেই নারীদের সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্যের বিষয়ে জানতে পেরেছি।

তাঁর স্বামীও সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, তাঁর মত ভাষণ জার্মানীতে সচরাচর শোনা যায় না। তাঁর ভাষণ অসাধারণ ছিল। কেননা ,এর থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, আমাদের মাঝে অনেক কিছুই সাদৃশ্যপূর্ণ, যেগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা আরও ভালভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।

জলসা সালানা জার্মানী (২০২৩)এর প্রস্তুতি নিরীক্ষণ অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আই.)এর ভাষণ

তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লার বিরাট অনুগ্রহ যে দীর্ঘ সময় পর জার্মানীর জামাত পুনরায় ব্যপকভাবে জলসার আয়োজন করার তৌফিক পাচ্ছে। এখানে জায়গার সমস্যা হয়, কিন্তু খোদা তা'লা কৃপা করেছেন এবং উপযুক্ত একটি জায়গা পাওয়া গেছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে জার্মানীর জামাত চেষ্টা অব্যাহত রাখবে এবং নিজেদের জায়গাও সন্ধান করবে। তখন আরও সহজে এবং মুক্তভাবে অনুষ্ঠান করা যাবে। কিন্তু যাইহোক আল্লাহ্ তা'লা জায়গা দিয়েছেন। বিশাল এলাকা। এলাকা বিশাল হওয়ার কারণে ডিউটিরত কর্মীদের দায়িত্বও বেড়ে যায়। বিশেষ করে নিরাপত্তা কর্মীদের এত বড় এলকাকে সব দিক থেকে কভার করতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু মানুষের মনে মুসলমানদের সম্পর্কে সুধারণা নেই। যে কারণে সমস্যাও হতে পারে। কিম্বা এখানে বসবাসকারী অন্যান্য অ-আহমদী মুসলমানেরা, যারা আমাদের বিরোধিতা করে তারও সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই প্রথম কথা হল নিরাপত্তাকর্মীদের অনেক বড় এলাকায় অত্যন্ত সতর্কভাবে ডিউটি দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত দীর্ঘ সময় পর ব্যপক আকারে আপনারা অতিথিসেবার সুযোগ পাচ্ছেন। খাদ্য প্রস্তুতকারীরা নিজেদের দায়িত্ব ভালভাবেই পালন করবে বলে আশা করা যায় আর এক্ষেত্রে কোন কার্পণ্য হবে না বলে ধরে নেওয়া যায়। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই খাদ্য প্রস্তুত হতে থাকবে এবং সকলেই খাবার পাবেন।খাদ্য পরিবেশনকারীদের কাজ হল সুষ্ঠুভাবে এবং হাসিমুখে খাদ্য পরিবেশন এবং কোন প্রকার অপ্রিয় ঘটনা ঘটা উচিত নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যুক্তরাজ্যের জলসায় আমি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম যে, প্রত্যেক কর্মীর কর্তব্য হাসিমুখে মানুষের সঙ্গে কথা বলা। একই কথা আমি আপনাদেরকেও বলতে চাই। এখানকার প্রত্যেক কর্মীর কর্তব্য, সব সময় হাসিমুখে ও ভালবাসা দিয়ে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলুন। অনেক সময় এমন পরিস্থিতি তৈরী হয় যখন কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটার আশঙ্কা দেখা দেয়। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে যদি কর্মীরা ধৈর্যের এবং সদাচারের পরিচয় দেয় তবে কোন অপ্রিয় ঘটনা এড়ানো যেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নিরাপত্তার বিষয়ে প্রথমে কথা বলেছিলাম, এখন মহিলাদের বিষয়ে কয়েকটি কথা বলে দিই। অনেক সময় মেয়েরা এবং পুরুষরাও বিরক্ত করে। সেখানে আপনাদের ভাল ব্যবহার দেখাতে হবে। বায়তুস সুবুহ মসজিদ নামায এবং সাক্ষাতের সময় মানুষের সমাগম ছিল, সেখানে চেকিং হচ্ছিল, যা নিয়ে আমি একটি অভিযোগ পেয়েছি। এক ভদ্রমহিলা বলেন, তাঁকে নাকি ধাক্কা দেওয়া হয়েছে আর যে মহিলারা চেক করার কাজ করছিলেন তাদের আচরণ ভাল ছিল না। তাই এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। সতর্কও থাকতে হবে আর নিজেদের কাজের প্রতি পূর্ণ মনোযোগও দিতে হবে। চেক করার সময় স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে কথা বলুন। কাউকে কোন অভিযোগের সুযোগ দিবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা বলেন: ভয়ভীতির এই চারটি বছরের পর এত ব্যাপক আকারে হয়তো প্রস্তুতি হয়তো ঠিকমত নেওয়া সম্ভব হবে না বলে যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা দূর হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক, খুদ্দাম, আনসার এবং জামাতের অন্যান্য সকল সদস্যরা সংঘবদ্ধভাবে জলসাগাহ প্রস্তুত করেছে। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আপনারা নিজেদের কাজ ভুলে যান নি এবং আগামী প্রজন্ম এবং ছোটরা এর থেকে শিখবে। ইনশাআল্লাহ্ আজ একটি প্রজন্মের পর পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত কাজ করার যে অনুপ্রেরণা রয়েছে, উদ্দীপনা ও আবেগসহকারে জামাতের কাজ করার যে স্পৃহা তৈরী হয়ে আছে তা আগামী প্রজন্মের মধ্যেও সঞ্চারিত হবে।

আমাদের যে সকল ত্রুটি আছে, সেগুলি পার্কিং সংক্রান্ত হোক বা তরবিয়ত সংক্রান্ত কিম্বা অন্যান্য যে কোন বিভাগের ত্রুটি হোক, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই সব ত্রুটি সংশোধন করে নিজেদের পূর্ণ সক্ষমতা সহকারে ডিউটি প্রদানের তৌফিক দান করুন। আর সব সময় মনে রাখবেন যে, আমরা হাসিমুখে অতিথিদের সেবা করব। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন। দোয়া করে নিন।

পতাকা উত্তোলন এবং খুতবা জুমআর মাধ্যমে জলসা সালানা জার্মানীর উদ্বোধন

অনুষ্ঠান সূচি অনুসারে হুযুর আনোয়ার ১:৫৫টায় পতাকা উত্তোলন পর্বের জন্য জলসা গাহে আসেন এবং জলসা গাহের বিভিন্ন হলঘরের মাঝের স্থানে এসে আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করেন। অপরদিকে জার্মানী জামাতের আমীর সাহেব দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সব শেষে হুযুর আনোয়ার দোয়া করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউজ এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সমস্ত অতিথিবৃন্দকে আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা যে এত দিন পর জামাত আহমদীয়া মুসলিমা এই শহরে মসজিদ নির্মাণের তৌফিক পাচ্ছে। এই জন্য শহরের মেয়র, কাউন্সিলর এবং অন্যান্য নাগরিকদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যারা এই মসজিদ নির্মাণে আমাদের সাহায্য করেছেন। এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কেবল মৌখিক নয় বরং এটা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য। ইসলামের আদেশ, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন, যদি তোমরা মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ না হও তবে খোদার প্রতিও কৃতজ্ঞ নও। অতএব, এই দিক থেকে যারা এই কাজে আমাদের সাহায্য করেছেন এবং যাদের কল্যাণে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এই শহরের বুকে এই ছোট্ট মসজিদটি লাভ করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো আমাদের ধর্মীয় কর্তব্যও বটে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আব্দুল্লাহ সাহেব, জার্মানীর আমীর সাহেব এই শহরের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, মসজিদটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটা খুব ভাল কথা। শহরে যেখানে জাগতিক বিষয়াদির জন্য নানান সুযোগ সুবিধা থাকে সেখানে খোদা তা'লার ইবাদতকারীদেরও একটা স্থান হওয়া উচিত যাতে তারা সেখানে একত্রিত হয়ে খোদার ইবাদত করতে পারে। মসজিদও থাকুক, চার্চও থাকুক এবং অন্যান্য ধর্মের উপাসনাগারও থাকুক। এগুলি যখন একত্রে থাকবে তখন জানা যাবে যে ধর্ম একে অপরের সাথে বসার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বসবাস করার শিক্ষা দেয়। কোনও ধর্মেই উগ্রবাদের শিক্ষা দেওয়া হয় নি কিম্বা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির শিক্ষা দেওয়া হয় নি। আমাদের ঈমান অনুসারে সমস্ত আম্বিয়া খোদার পক্ষ থেকে এসেছেন। তাই খোদা তা'লা তাঁদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে,তোমরা খোদার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দাও। একে অপরের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ দাও। শান্তি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের প্রসারের জন্য মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ কর। এই দিক থেকে এটা একটা ভাল দিক, আমরা এমন একটা জায়গায় মসজিদ পেয়েছি যেখানে শহরের কেন্দ্রে থেকে আমরা মানুষকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে বলতে পারব। মুষ্টিমেয় মুসলমান ইসলামের যে মলিন ভাবমূর্তি তুলে ধরেছে এবং দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ মানুষ সেটাকেই বিশ্বাস করে বসেছে, আমরা মানুষের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন করতে সক্ষম হব এবং কুরআন করীম ও হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর রীতি ও আদর্শের আলোকে মানুষকে বলতে পারব যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হল শান্তি, ভালবাসা ও সম্প্রীতির।

হুযুর আনোয়ার বলেন-'শুরুর দিকে মসজিদ নিয়ে অনেকেই বিরোধিতাও করেছে। যেমনটি আমাদের আমীর সাহেব বলেছেন আর তাদের বিরোধিতা হয়তো কিছুটা সঙ্গতও বটে, কারণ যেমনটি আমি প্রথমেই বলেছি, তারা মুসলমানদের আচরণ দেখেছে। তারা দেখেছে যে মুসলমানদের মধ্যে উগ্রতা ও চরমপন্থা পাওয়া যায়। তারা দেখেছে যে অধিকাংশ দেশে মুসলমানের একে অপরের অধিকার প্রদান করে না। হয়তো এই কারণেই তাদের আপত্তি ছিল। কিন্তু যখন তারা আমাদের মসজিদ দেখবে, আমাদের আচরণ দেখবে, ইসলামের প্রকৃত নমুনা দেখবে, তখন তাদের যাবতীয় সংশয় দূর হবে। আর যেমনটি মানুষের কর্মকাণ্ডই প্রমাণ করেছে যে সেই সব মানুষ বিরোধিতা করেছিল তারাই আজ আমাদের বন্ধু। তারা এখন বিরোধিতা ত্যাগ করেছে। ক্রমশ এই বিরোধিতা হ্রাস পাবে আর মানুষ ইসলাম সম্পর্কে আরও বেশি পরিচিত হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন-'অনুরূপভাবে সরকারের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিও এসেছেন। তিনি খুব সুন্দর

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: মালেশিয়া থেকে এক ভদ্রমহিলা তাঁর পিতার উত্তরাধিকার বন্টনের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করেছেন। হুযুর আনোয়ার ১৮ই আগস্ট ২০২২ তারিখের পত্রে সেই সব প্রশ্নের উত্তরে লেখেন-

"আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে আপনার পিতার প্রথম পক্ষের দুই অ-আহমদী স্ত্রীর (যাদের তালাক হয়েছিল) সন্তানরাও কি আপনার পিতার উত্তরাধিকারী হবেন, যাদের সাথে আপনার পিতার কোন সম্পর্ক ছিল না আর তারা আপনার পিতার নৈকট্যভাজনও ছিল না?

আপনার পিতার প্রথম দুই স্ত্রীর (যাদেরকে আপনার পিতা তালাক দিয়েছিলেন) যে সন্তানরা আছেন শরিয়তের বিধান অনুসারে তারাও আপনার পিতার উত্তরাধিকারী। তাই সেই সন্তানরা চাইলে নিজেদের উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু যদি আপনার পিতা সেই সন্তানদেরকে সম্পত্তি না দেওয়ার বিষয়ে কোন লিখিত ওসীয়ত রেখে যান যাতে তাদেরকে উত্তরাধিকার না দেওয়ার কারণও উল্লেখ করা হয়েছে আর সেই সন্তানরা যদি সম্পত্তি দাবি করে, তবে এটি একটি বিবাদপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে যার বিচার করার দায়িত্ব বিচার বিভাগ বা দেশীয় আদালতের, যারা সাক্ষী ও প্রমাণের ভিত্তিতে এই মামলার সিদ্ধান্ত শোনাবেন।

২) দ্বিতীয়ত আপনি লিখেছেন যে আপনার পিতার ওসীয়ত অনুসারে সম্পত্তির সমবন্টনের পরিণামে যে অর্থ আপনি ও আপনার বোনেরা পেয়েছেন, এখন জানতে পেরেছেন যে, তা আপনার ভাগে বেশি এসেছে। তাই আমাকে কিছু অর্থ বোনদের ফেরত দিতে হবে। আর আমার ভাইয়েরা কিছু অতিরিক্ত অর্থ পাবে। আমার ভাগে আসা অতিরিক্ত অর্থ আমি কি কোন দাতব্য কাজে ব্যবহার করতে পারি নাকি সেই অর্থ ট্রাস্টিকে ফেরত দেওয়া আমার জন্য জরুরী?

আপনার বর্ণিত পরিস্থিতি অনুসারে এই অর্থ যেহেতু অন্যদের উত্তরাধিকার যা ভুলবশত আপনার বোনেরা পেয়েছে, তাই এই অর্থ ট্রাস্টিকে ফেরত দিতেই হবে যাতে এই অর্থ তারা ন্যায্য প্রাপকদের পৌঁছে দিতে পারে।

৩) আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনার পিতার যে ওসীয়ত আছে তা কি তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ওসীয়তের এক তৃতীয়াংশ প্রথমে দেওয়া হবে না কি অন্যদের উত্তরাধিকার প্রথমে বন্টন করা হবে? কুরআন করীমে যেখানে উত্তরাধিকার বন্টনের বিবরণ রয়েছে, সেখানে একাধিকার বার এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে- 'উত্তরাধিকার বন্টনের পূর্বে মৃতের ওসীয়্যত পরিশোধ করতে হবে। কিম্বা মৃতের কোন ঋণ থাকলে প্রথমে সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

৪) ওসীয়তের সেই অংশ বিতরণের সিদ্ধান্ত ট্রাস্ট গ্রহণ করবে না কি আমার মা এবং আমরা ভাইবোনরা ? আপনার এই প্রশ্নটি স্পষ্ট নয়।তাই প্রথমে আপনি বিষয়টি স্পষ্ট করুন যে আপনার পিতার যে ওসীয়তের কথা উল্লেখ করেছেন তার দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে আর এই ওসীয়ত এখন কার পক্ষে গিয়েছে?

প্রশ্ন:একটি নিকাহ্‌র ক্ষেত্রে কনের পিতার মৃত্যু হলে কনের পক্ষ থেকে তার চাচা বা জেঠাতো ভাইকে ওলী নিযুক্ত করা হলে রিশতানাতা বিভাগের পক্ষ থেকে আপত্তি তোলা হয়, হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১৪ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন।

উত্তর:হুযূর (আই.) বলেন, কানাডার মোহতরম আমীর সাহেব নিকাহ্ রেজিস্ট্রেশনের একটি বিষয় আমার কাছে প্রেরণ করেছেন যাতে কনের পিতা মারা গেছেন এবং তার কোন ভাইও নেই। তাই কনে তার নিকাহ্‌র জন্য নিজের চাচাতো কিংবা জেঠাতো ভাইকে ওলী নিযুক্ত করেছে। কিন্তু তিনি (আমীর সাহেব) বলেন, চাচাতো ভাই কনের ওলী হতে পারেন না; এ মর্মে তিনি নিকাহ্‌র রেজিস্ট্রেশন করতে অস্বীকার করেন।

(হুযূর বলেন,) আমাকে বলুন! আপনি কোন্ ফিকাহ্‌র আলোকে চাচাতো ভাইকে নিকাহ্‌র ওলী নিযুক্ত করায় এই নিকাহ্‌র রেজিস্ট্রেশন করতে বারণ করেছেন? অথচ এই মেয়ের পিতাও বেঁচে নেই আর তার আপন কোন ভাইও নেই। ফিকাহ্ আহমদীয়া অনুযায়ী পিতার অবর্তমানে মেয়ের রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের মধ্য হতে যে নিকটাত্মীয় বর্তমান থাকবেন তিনি মেয়ের ওলী হতে পারবেন আর চাচাতো ভাই রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গণ্য হন, তাই সে কনের ওলী হতে পারেন। তবে শর্ত হল, চাচাতো বা জেঠাতো ভাই এর চেয়ে (সম্পর্কে) বড় রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের মধ্য হতে অন্য কোন আত্মীয় বেঁচে না থাকলে। অতএব, এই নিকাহ্ রেজিস্ট্রি বা নথিভুক্ত করে নিন।

প্রশ্ন:একজন মহিলা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছেন, জান্নাত ও দোযখের বাহ্যিক ধারণা যদি সঠিক না হয় তাহলে জান্নাত ও যোযখ কাকে বলে? আর যখন কেয়ামত আসবে তখন জান্নাত ও দোযখের (চিত্র) কেমন মনে হবে? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত

উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর:হুযূর (আই.) বলেন, জান্নাত ও দোযখ সম্পর্কে যেভাবে বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস ও মতবাদ পাওয়া যায় মুসলমানরাও পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত জান্নাত ও দোযখ সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়াদির মর্ম অনুধাবন না করে বরং সেগুলোকে আক্ষরিক অর্থ করার কারণে এ ধরনের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি নিজেদের মন-মস্তিষ্কে ধরে রেখেছে। অথচ পবিত্র কুরআন ও হাদীস, মানুষকে বুঝানোর জন্য জান্নাত ও দোযখ সম্পর্কে এই রূপক চিত্র বর্ণনা করেছে। আর এ সম্পর্কে এই বাক্য শুধুমাত্র পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছে অথচ এর পেছনে ভিন্ন একটি তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। যেমন, পবিত্র কুরআন এই রূপক চিত্রের পাশাপাশি একথাও বর্ণনা করেছে যে

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٨

অর্থাৎ, "অতএব কোন (পুণ্যবান) জানে না, তার জন্য তার কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ নয়ন জুড়ানো কত কী গোপন করে রাখা হয়েছে।" (সূরা আস্ সাজদা: ১৮)

একইভাবে হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, জান্নাতের নেয়ামতরাজি এমন অর্থাৎ

مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

তথা, সেগুলোকে না কখনও কোন মানুষের চোখ দেখেছে, না কখনও কোন মানুষের কান তার অবস্থা শুনেছে আর না-ই কখনও কোন মানুষের হৃদয়ে সেগুলো সম্পর্কে কোন ধারণা জন্মেছে।

আসলে জান্নাত ও দোযখ এই জগতেই ঈমান ও আমলের (তথা বিশ্বাস ও অনুশীলনের) একটি 'যিল্ল' বা প্রতিচ্ছবি। এটি নতুন কিছু নয় যা বাইরে থেকে আসবে আর মানুষ লাভ করবে। বরং মানুষের বেহেশ্‌ত মানুষের ভেতর থেকেই উৎসারিত হয়। আর তার ঈমান ও সৎকর্মের স্বাদ সে এই জগতেই উপভোগ করতে আরম্ভ করে এবং প্রচ্ছন্নভাবে ঈমান ও সৎকর্মের বাগান দৃষ্টিগোচর হয়। এবং বিভিন্ন নদ-নদীও দেখতে পায়। তবে, পরজগতে এই বাগানই সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হবে বা অনুভূত হবে। এ জন্যই পবিত্র কুরআন জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে বলে,

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ

অর্থাৎ, "তাদেরকে যখনই তা (তথা বাগান) থেকে রিয্‌কস্বরূপ ফলফলাদি দেওয়া হবে (তখন) তারা বলবে, এটি তো তা-ই যা পূর্বেও আমাদের দেওয়া হয়েছিল; অথচ ইতঃপূর্বে তাদের কাছে কেবল সাদৃশ্যপূর্ণ জিনিসই (রিয্‌কস্বরূপ) আনা হয়েছিল।" (সূরা আল্ বাকারা: ২৬)

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জান্নাত ও দোযখের তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "পবিত্র কুরআনের আলোকে দোযখ এবং বেহেশ্‌ত উভয়ই প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছায়া ও স্মারক হবে। ঐগুলি এমন কোন নতুন সাকার জিনিস নয়, যা অন্য স্থান হতে আসবে। অবশ্য একথা সত্য যে, সেই উভয় অবস্থা সাকারে দৃশ্যমান হবে; কিন্তু সেগুলো মূলত আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতিচ্ছায়া ও স্মারক হবে। আমরা এমন বেহেশ্‌ত-এ বিশ্বাসী নই যা শুধুমাত্র দৈহিকভাবে এক যমীনে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। আমরা এমন দোযখও স্বীকার করি না, যার মধ্যে প্রকৃতই গন্ধকের পাথর রয়েছে। বরং ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী ইহলোকে মানুষ যেসব কাজ করে, বেহেশ্‌ত ও দোযখ তারই প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ।"

(ইসলামী নীতি দর্শন, রূহানী খাযায়েন, দশম খণ্ড, পৃ. ৪১৩)

প্রশ্ন: এক বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে তার ছেলের অসুস্থতার উল্লেখ করে লিখেছেন, 'সবকিছু যখন খোদা তা'লারই হাতে তাহলে তিনি আমার ছেলেকে সুস্থ করে দেন না কেন?' যদি বলা হয় যে, মানুষ তার কর্মের শাস্তি লাভ করে, তাহলে আমার ছেলের তো জন্মই হয়েছিল এভাবে, সে কি পাপ করেছে? এসব আমার বোধগম্যের উর্ধ্বে, আমাকে এগুলো বুঝিয়ে দিন। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর:হুযূর (আই.) বলেন, খোদা তা'লা, যিনি সর্বজ্ঞ সত্তা বা পরিপূর্ণ জ্ঞানের আধার। তাঁর বিপরীতে মানুষের ঈমান খুবই দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ। এ কারণেই মানুষের জন্য

খোদা তা'লার প্রতিটি কর্মের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাই, আল্লাহ্ তা'লার সত্তা সম্পর্কে এমন আপত্তি করা মানুষের শোভা পায় না। এর ফলে তাঁর অনুগ্রহরাজির প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। কেননা আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে যেসব নেয়ামত দান করেছেন তা অগণিত আর মানুষ যদি এগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় তাহলে তা অসম্ভব। এজন্যই মহানবী (সা.) বলেছেন, "মানব দেহের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্য প্রতিদিন একটি করে সদকা করা ওয়াজিব বা আবশ্যক। কেননা, এই গ্রন্থি না থাকলে তার পুরো শরীর অকেজো হয়ে যাবে"। এরপর মহানবী (সা.) আমাদেরকে আরেকটি উপদেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যখন এমন ব্যক্তিকে দেখবে যিনি ধন-সম্পদ কিংবা সুঠাম দেহের নিরিখে তার চেয়ে উত্তম তাহলে তাকে ঐ ব্যক্তির প্রতিও তাকানো উচিত যে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে অথবা শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল। এসব উপদেশের ওপর আমল করার ফলে মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির প্রতি সত্যিকার কৃতজ্ঞতাবোধ সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় কথা হল, আল্লাহ্ তা'লার এসব কাজের মধ্যেও মানুষের উন্নতিরই অনেক রহস্য অন্তর্নিহিত রয়েছে। যদি এই দুঃখ, কষ্টক্লেশ আর রোগব্যাধি না থাকতো তাহলে মানুষের মধ্যে প্রণিধান ও উন্নতি করার প্রেরণাই জাগ্রত হতো না আর সে পাথরের মতো একটি ধাতুতে পরিণত হয়ে যেত। এসব দুঃখবেদনাই মানুষের (ভেতরকার) গবেষণা ও অনুসন্ধানের উপাদানকে গতিশীল রাখে। যেমন, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আবিস্কারাদির পেছনে মানুষের দুঃখকষ্ট এবং অস্বস্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য এক অবিরাম সাধনা দৃষ্টিগোচর হয়। তৃতীয় বিষয় হল, মানুষ যে দুঃখকষ্ট পায় তা মানুষের নিজের কর্মের ফল।

আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য একটি প্রাকৃতিক বিধান প্রণয়ন করেছেন। আর পৃথিবীতে অনেক কিছু সৃষ্টি করে-মানুষকে তার ওপর শাসক বানিয়েছেন। এখন মানুষ যদি সেগুলো থেকে উপকৃত না হয় অথবা সেসব বস্তুর অপব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এটি তার নিজের অপরাধ। যেমন, চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতার কোন কোন দুর্বলতার প্রভাব তার সন্তানদের ওপর পড়ে। গর্ভাবস্থায় যদি পুরোপুরি সতর্কতা অবলম্বন করা না হয় তাহলে অনেক সময় তার অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্যের ওপর মন্দ প্রভাব পড়ে। যেসব মায়েরা ডায়েটিং করে কোন কোন সময় তাদের সন্তানরা দুর্বল (শিশু) হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। যেসব শিশুর শৈশবে মাটি খাওয়ার অভ্যাস থাকে, কোন কোন সময় তাদের সন্তান প্রতিবন্ধী হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। অতএব, দুঃখকষ্ট খোদা তা'লার সৃষ্ট নয় বরং এই প্রাকৃতিক বিধানের অপব্যবহার অথবা এক্ষেত্রে কম-বেশি করার কারণে দেখা দেয়, যা (মূলত) মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। তথাপি, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের অনেক ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে এসবের মন্দ পরিণাম থেকে (তাদেরকে) রক্ষা করতে থাকেন। এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

"আর তোমাদের ওপর যে বিপদই নেমে আসে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণেই অথচ তিনি অনেক কিছুই উপেক্ষা করে থাকেন।" (সূরা আশ্ শূরা: ৩১)

এরপর খোদার সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিধানের মধ্যে এমনও একটি বিষয় আছে যে, প্রত্যেকটি জিনিস অন্যের কাছ থেকে প্রভাব গ্রহণ করে। এই বিধানের আলোকে

শিশুরা যেখানে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে ভাল বিষয়গুলো গ্রহণ করে সেখানে মন্দ বিষয়গুলোও গ্রহণ করে। স্বাস্থ্যও তাদের কাছ থেকে নেয় আর রোগব্যাধিও তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে। রোগব্যাধি কিংবা কষ্টক্লেষ যদি তাদের পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে তাহলে ভাল বিষয়গুলোও পেয়ে থাকে। যদি এমনটি না হতো তাহলে মানুষ একটি পাথরের বস্তু হতো, যে ভালমন্দ কোন প্রভাবই গ্রহণ করতো না আর এভাবে মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতো

এবং মানুষের জীবন জীবজন্তুর চেয়েও অধম হয়ে যেত।

চতুর্থ বিষয় হল, পার্থিব জীবন হল, ক্ষণস্থায়ী জীবন আর এই দুঃখকষ্টও সাময়িক। আর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে যারা দুঃখকষ্ট ভোগ করে, আল্লাহ্ তা'লা এর বিনিময়ে এমন মানুষের পারলৌকিক জীবন, যা মূলত চিরস্থায়ী জীবন; এর দুঃখকষ্ট দূর করে দেন।

যেমনটি হাদীসে এসেছে, এই জগতে পথ চলার সময় একজন মু'মিনের পায়ে যে কাঁটা বিদ্ধ হয় এর বিনিময়েও আল্লাহ্ তা'লা তার আমলনামায় পুরস্কার লিখে দেন অথবা তার পাপ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয়দের সবচেয়ে বেশি এই পার্থিব জীবনের বিপদাপদে জর্জরিত করেন। এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন, লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা আসে নবীদের ওপর এরপর পদমর্যাদার নিরিখে ক্রমান্বয়ে অন্য লোকদের ওপর পরীক্ষা আসে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "আমি মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বেশি অন্য কাউকে ব্যথাতুর হতে দেখি নি।"

যেভাবে আমরা জানি যে, মহানবী (সা.)-এর কয়েকজন সন্তান মারা গেছেন, অথচ এক সন্তানের মৃত্যু বেদনাই অনেক কঠিন বেদনা হয়ে থাকে।

কাজেই, পার্থিব দুঃখকষ্ট এবং পরীক্ষার পেছনেও অনেক ধরনের ঐশী প্রজ্ঞা প্রচ্ছন্ন থাকে। মানুষের বিবেকবুদ্ধি অনেক সময় এগুলো উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। তাই, মানুষকে ধৈর্য ও দোয়ার সাথে সেগুলো সহ্য করার চেষ্টা করা উচিত।

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "অনেক সময় ঐশী প্রজ্ঞা এমনই হয়ে থাকে যে, পৃথিবীতে মানুষের কোন লক্ষ্য অর্জিত হয় না। বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ, বিপদাপদ, রোগব্যাধি এবং ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু এগুলো দেখে বিচলিত হওয়া উচিত নয়।"

(মালফুযাত, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ২৩, ২০১৬ সনের সংস্করণ)

গত ১৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমেলার Virtual সাক্ষাতানুষ্ঠানে লাজনা ও নাসেরাতের তরবিয়ত সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"লাজনাদের এমনভাবে তরবিয়ত করুন যাতে তারা শালীন পোশাক পরিধান করতে এবং পর্দা করতে অভ্যস্ত হয়। আর বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় তাদের পোশাক যেন এমন না হয় যে, তাদের

ওপর দুষ্ট-স্বভাবী পুরুষদের দৃষ্টি পড়ে। তাই পর্দার সাথে বাইরে যাবেন। এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখবেন, আহমদী মেয়ে এবং আহমদী নারীদের ও অন্যদের মাঝে একটি (স্বতন্ত্র) পার্থক্য থাকা উচিত। প্রত্যেক লাজনা সদস্যকে পাঁচবেলা নামায পড়ায় অভ্যস্ত করুন। এই চেষ্টা করুন যাতে প্রত্যেক লাজনা সদস্যা প্রতিদিন পবিত্র কুরআন পাঠ করে। আর এই চেষ্টাও করুন, যাতে আপনাদের মধ্যে যেসব যুবতী মেয়ে আছে তারা যেন (জামা'তের) বাইরে সম্পর্কে জড়ানোর পরিবর্তে আহমদী ছেলেদের সাথেই আত্মীয়তার সম্পর্ক করতে বেশি আগ্রহী হয়। আর যেসব যুবতী চাকুরী করে অথবা যেসব মহিলা চাকুরী করেন তাদের মাঝে এই অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করুন, তারা যেন নিজেদের কর্মক্ষেত্রে এমন পোশাক পরিধান করে যা হবে শালীন পোশাক এবং তাদেরকে পর্দার মধ্যে থেকে কাজ করতে অভ্যস্ত করুন। একইভাবে তরবিয়তী সেমিনারও করুন আর সেসব সেমিনারে তরুণীদের ডাকুন এবং তাদেরকে বুঝান যে, আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশনা কী? সে অনুযায়ী (তোমরা) নিজেদের তরবিয়ত বা প্রশিক্ষিত করো।"

এই সাক্ষাতানুষ্ঠানেই হুযূর আনোয়ার (আই.) নাসেরাতের তরবীয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন,

"তাদের তরবীয়তের জন্য এমন পরিকল্পনা করুন যাতে নাসেরাতের উত্তম তরবিয়ত হয়। তাদের মাঝে নিয়মিত নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠে। তাদের ভেতর পবিত্র কুরআন পাঠের অভ্যাস সৃষ্টি হয়। তাদের মাঝে (সর্বদা) দোয়া করার অভ্যাস গড়ে উঠে। এমটিএ'তে আমার যে খুতবা সম্প্রচার করা হয়, তাদের যেন তা শুনার অভ্যাস হয়ে যায়। নাসেরাতের যদি উত্তম তরবিয়ত করতে পারেন তাহলে সেই নাসেরাতই লাজনায় পদার্পণ করেও ভাল কাজ করবে। নাসেরাতের যদি উত্তম প্রশিক্ষণ দিতে পারেন তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আপনাদের লাজনাও অনেক উত্তম হয়ে যাবে। কাজেই যতদূর সম্ভব নাসেরাতের উত্তম তরবিয়ত করার চেষ্টা করুন।"

প্রশ্ন:উক্ত মোলাকাতেই একজন লাজনা ইমাইল্লাহ্ হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, (হুযূর) আপনি খুবই ব্যস্ত থাকেন। আপনার সাপ্তাহিক ছুটির কোন ব্যবস্থা আছে কি-না? আর আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবার-পরিজনের জন্য কীভাবে সময় বের করেন?

উত্তর:হুযূর (আই.) বলেন, ব্যাস! এভাবেই কাটিয়ে দিই। এখনও আমি আপনাদের সাথে মিটিং করে সাপ্তাহিক ছুটি উপভোগ। এটিই আমার সাপ্তাহিক ছুটি।

প্রশ্ন: একজন লাজনা সদস্যা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, হুযূর খেলাফতের পূর্বে আপনি যখন আফ্রিকায় গিয়েছিলেন তখনকার অবস্থা আজকের মতো ছিল না। তখন আপনাকে কাজ করতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়ে থাকবে। হুযূরের কাছে অনুরোধ, সে সময়কার কোন অভিজ্ঞতা আমাদেরকে বলুন।

উত্তর:হুযূর (আই.) বলেন, মোদ্দাকথা হল, বিপদাপদের সম্মুখীন তো হতেই হয়। আর তখন খুবই কঠিন পরিস্থিতি ছিল, এখন তো অবস্থা অনেক ভাল।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 18 April, 2024 Issue No.16

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক আর তাদের দেশ জার্মানীর আইন মানষকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। আমরা এরজন্য জার্মানী সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। কেননা এই ধর্মীয় স্বাধীনতার কারণেই অনেক পাকিস্তানী এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে, কেননা সেখানে তাদের নিজের দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। এখানে এসে তারা অনায়াসে সরকারের আশ্রয়ে থাকার সুযোগ পেয়েছে এবং নির্বিঘ্নে নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে। এই দিক থেকে আমরা অবশ্যই সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, একদিকে যেমন যে সব দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে পদদলিত করা হচ্ছে বা যে কোন স্বাধীনতাকে পদদলিত করা হচ্ছে, এই সব দেশে তাদেরকে স্বাগত জানানো হয় এবং নিজেদের মধ্যে একীভূত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি আরও একটি সুন্দর কথা বলেছেন যেটা এই যে, এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সম্প্রীতি সহকারে বাস করে এবং আর যেমনটি আমি প্রথমেই বলেছি, এটাই সকল ধর্মের শিক্ষা। প্রত্যেক ধর্মের প্রবর্তক এই শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন যে, একদিকে মানুষ যেমন তার সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করবে, তেমনি নিজেদের পরস্পরের অধিকার প্রদান করবে এবং পরস্পরের প্রতি সদাচার করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- 'অধিকার প্রদান করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম এই শিক্ষা দেয় না যে কেবল নিজের অধিকারের জন্য লড়াই কর। ইসলাম শিক্ষা দেয়, অপরের অধিকার প্রদানের চেষ্টা কর। যখন অপরের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করবে তখন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভালবাসা ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে উঠবে। পৃথিবীতে আজ এই বিষয়টিরই আজ প্রয়োজন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সংসদ সদস্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন। দুই দিন পূর্বেও তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তাঁর কথাও শুনেছি। তিনি সেই কথাগুলিই নিজের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন এবং জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে নিজের সুসম্পর্কের কথা জানিয়েছেন। তাই তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি একথাও বলেছেন যে, কিছু কিছু স্থানে ধর্মের নামে নরহত্যা চলছে, যার অনুমতি ধর্ম কখনই দেয় না। ধর্ম শিক্ষা দেয় অপরের সেবা কর। যেখানেই আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশেষ করে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায়, সেখানে আমরা কেবল মুসলমানদের সেবা করি না, বরং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষের সেবা করছি। আফ্রিকায় আমারেদ স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। অনুরূপভাবে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়,যেখানে পানীয় জলের সুবিধা দেওয়া হয়। এই সব সুযোগ সুবিধা ভোগকারীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই এমন যাদের জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তারা খৃষ্টান বা অন্যান্য ধর্মের মানুষ। তাই জামাত আহমদীয়া কেবল মৌখিকভাবেই ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা প্রচার করে বেড়ায় না, বরং বিভিন্ন দারিদ্র পীড়িত দেশে কর্মযোগে এর বাস্তবায়নও করে থাকে। সেখানে অভাবপীড়িতদেরকে ধর্মনির্বিশেষে শিক্ষা দান করা হচ্ছে, তাদের চিকিৎসা করা হচ্ছে, তাদের জন্য পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিস্কার পানীয় জলের গুরত্ব কতখানি তা আমরা এখানে উন্নত দেশে থেকে কল্পনাও করতে পারি না। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বার বার জলের অপচয় বন্ধ করার জন্য সতর্কতা জারি করা হয়।যারা পরিষ্কার পানীয় জল তো দূরে থাক, তাদের শিশুদেরকে সামান্য পরিমাণ জল নিতে কয়েক কিমি পথ অতিক্রম করতে হয়। এরপর তারা মাথায় একটি বালতিতে করে যে জল নিয়ে আসে তাতেই তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের কাজে লাগে। সেই সব দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা গিয়ে কাজ করে, নলকূপ স্থাপন করে, পাম্পসেট স্থাপন করে এবং তাদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেয়। যখন তাদের বাড়ির সামনে তারা নলের জল দেখতে পায়, পানীয় জল দেখতে পায় তখন তাদের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস দেখার মত দৃশ্য হয়। এখানে কেউ বিরাট অংকের লটারি পেলে যতটা খুশি হয়, তারা পরিস্কার পানি পেয়ে ততটাই খুশি হয়। তারা এই ভেবে খুশি হয় যে, যাক বাঁচা গেল, অত দূরে গিয়ে জল বয়ে আনতে হবে না, তাও আবার অপরিস্কার জল যা পেটে গেলে রোগব্যাধির সংক্রমণ হয়। তাই জামাত আহমদীয়া এই ধরণের সেবাও পৃথিবীতে করে চলেছে। যেখানেই আমাদের প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে মসজিদ তৈরী হয় এবং সেই সঙ্গে এই সব প্রকল্পগুলিও গ্রহণ করা হয়। তবে কোন শর্ত থাকে না যে কেবল আহমদী মুসলমানেরাই এই সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে,অন্যরা করবে না। যেমনটি আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি, আশি শতাংশ এমন মানুষ এই সব প্রকল্প থেকে লাভবান হয় যারা আহমদী নয়। তিনি আফগানিস্তানের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেখানে নারীদেরকে তাদের যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। ইসলাম ও কুরআন করীমের শিক্ষা হল নারীদের প্রতি সদয় আচরণ কর। বরং তাদের প্রতি উৎকৃষ্ট আচরণ কর। কুরআন করীমের আদেশ, যেমন তোমাদের ভাবাবেগ রয়েছে, অনুরূপ ভাবাবেগ মহিলাদেরও রয়েছে। যেমন তোমাদের কামনা বাসনা রয়েছে তেমনি তাদেরও কামনা বাসনা রয়েছে। তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখ এবং তাদের কামনা বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা কর। তবে ইসলাম ধর্মের মধ্যে থেকে মহিলাদের সব ধরণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আমাদের আহমদী মেয়েদের মধ্যে অনেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং সেবার জন্য বিদেশেও যায় এবং নিজেদের জীবন মানব সেবার কাজে উৎসর্গীত করে দেয়। এই দিক থেকে এগুলি সবই মহিলাদের অধিকার। অনুরূপভাবে সম্পত্তির অধিকার রয়েছে, ইসলাম মহিলাদেরকে সব ধরণের অধিকার দিয়েছে।

যাইহোক ধর্মের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ভীষণ জরুরী বিষয়। সমস্ত ধর্মের সহাবস্থান এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে ভালবাসার প্রসারের জন্য পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জরুরী এবং ইসলাম প্রত্যেক ধর্মকে সম্মান করার আদেশ দেয়। সম্প্রতি আমাদের আরও একটি মসজিদের উদ্বোধন হয়েছিল, সেখানে আমি বলেছিলাম যে, ইসলাম কেবল নিজের মসজিদ রক্ষার শিক্ষা দেয় না, বরং ইসলাম শিক্ষা দেয়, যদি কোন গির্জার উপর আক্রমণ হয় তবে তোমরা সেই গির্জাকেও রক্ষা করবে। যদি কোন সিনাগগ এর উপর আক্রমণ হয় তবে সেটিকেও রক্ষা করবে। যদি কোন মন্দিরের উপর আক্রমণ হয় তবে সেটিকেও রক্ষা করবে। তাই এই যে ইসলামের নামে গির্জায় আগুন লাগানো হচ্ছে, বিভিন্ন ধরণের আক্রমণ করা হচ্ছে- এগুলো ইসলামের শিক্ষা নয়,কুরআন করীমের শিক্ষা ঠিক এর বিপরীত, যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি। কুরআন শিক্ষা দেয় সমস্ত ধর্মকে রক্ষা কর।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মেয়র সাহেবও খুবই উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন কথা বলেছেন। রাজনীতিক দলগুলির বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন। আজকের এই সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য উপস্থিতি আছেন। এটা প্রমাণ করে যে, জামাত আহমদীয়া নিজেকে এই সমাজের সঙ্গে একীভূত করছে, শুধু তাই নয়, বরং সকলকে একত্রিত করে এক মঞ্চে নিয়ে আসছে। এর কারণ, আমরা চাই পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ তৈরী হোক। একজন মানুষ হিসেবে অপর মানুষকে সম্মান করা উচিত। এই বিষয়টিই আমাদেরকে অপরের অধিকার প্রদানকারী বানায়। এটাই ইসলামের শিক্ষা। কুরআন করীম শিক্ষা দেয়, তোমাদের জন্য দুটি আদেশ রয়েছে। এক-নিজের সৃষ্টিকর্তার অধিকার প্রদান কর। দুই- মানুষের পরস্পরের অধিকার প্রদান কর। এর জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে কিভাবে একে অপরের অধিকার দিতে হবে। এই বিষয়টি তৈরী হয়ে গেলে আমরা আর নিজেদের অধিকারের জন্য লড়ব না, বরং অপরের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী হব। তখনই প্রকৃত শান্তি ও ভালবাসার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই আমরা হলাম অধিকার প্রদানকারী এবং শান্তি স্থাপনকারী তিনি প্রতিবেশিদের অধিকারের বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে আমি এতটুকু বলে দিই যে ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) প্রতিবেশীদের অধিকারের বিষয়ে এতটা গুরুত্বারোপ করেছেন যে, সাহাবাগণ মনে করে বসেছেন উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রেও হয়তো প্রতিবেশীদের অধিকার দেওয়া হবে। অতএব, এই সীমা পর্যন্ত ইসলামের শিক্ষা রয়েছে। এই বিষয়গুলিই সমাজে শান্তি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের প্রসার ঘটায়। এর জন্যই আমরা সারা পৃথিবীতে কাজ করছি। এই শিক্ষার জন্যই আমরা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখি আর এই শিক্ষাই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।

আমি আশা করি মসজিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর এই ভবনটি আপনাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে আরও বেশি জানতে সাহায্য করবে। আপনারা জানতে পারবেন যে, ইসলাম সম্পর্কে লোকে যে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করে রেখেছে, সেটা তাদের নিজস্ব স্বার্থের কারণে, পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থের কারণে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই । ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষাই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা। আমি দোয়া করি আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব সহকারে বসবাস করার তৌফিক দান করুন এবং সর্বোপরি নিজেদের স্রষ্টাকে সনাক্ত করে তাঁর ইবাদত করার তৌফিক দান করুন। জাযাকাল্লাহ।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir